ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-121 ■ 7 February, 2025 ■ আগরতলা ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২৪ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি পূজন অনুষ্ঠান

আইনী শিক্ষার্থীরা সমাজ ও জাতি গঠনে অপরিসীম অবদান রাখবে ঃ মুখ্য বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরার জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় আইনি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে এগিয়ে চলেছে। আজ ত্রিপুরার জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে একথা বলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং।

সমৃদ্ধ গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী আইনি ব্যবস্থা অপরিহার্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সমৃদ্ধ গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী আইনি ব্যবস্থা অপরিহার্য। জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আজ নরসিংগড়ে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা ক্যাম্পাসের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

আজ বিকেলে নরসিংগড়ে 'এনএলইউ ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের জন্য ভূমিপুজন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিচারপতি শ্রী সিং বলেন, যেকোনো প্রতিষ্ঠানের বিকাশের জন্য দুটি মৌলিক উপাদানের প্রয়োজন: অবকাঠামো, যাকে তিনি 'হার্ডওয়্যার' বলে অভিহিত করেছেন, এবং একাডেমিক পরিবেশ, যার মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১২ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপুরা ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আইন শিক্ষা শুধু আইন শেখার জন্য নয়। সমাজে ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং আইনের শাসনকেও প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আইন শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাসন ইস্যুতে সংসদের ঘরে বাইরে প্রতিবাদ বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের নির্বাসন ইস্যুতে বৃহস্পতিবার সারাদিনই উত্তাল হল সংসদ। বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা নাগাদ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই এই ইস্যুতে বারবার উত্তাল হয় লোকসভা, এদিন নিম্নকক্ষে নির্বাসন ইস্যুতে বক্তব্য রাখার কথা ছিল বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের।

তখন বিরোধী সাংসদরা আপত্তি জানিয়ে স্লোগান তোলেন যে, এই বিষয়ে বিদেশমন্ত্রীর বিবৃতি প্রথমে লোকসভায় দেওয়া উচিত ছিল। বিরোধীদের বিক্ষোভের কারণে দিনের মতো মুলতুবি হয়ে গিয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধানমন্ডির ৩২ নং মুজিবের বাড়ি ভাঙচুর অনাকাঙ্খিত ঃ অন্তবর্তী সরকার

মনির হোসেন, ঢাকা, ৬ ফেব্রায়ারি।। ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনা অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মন্তব্য করছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। পলাতক অবস্থায় ভারতে বসে শেখ হাসিনার উসকানিমূলক বক্তব্যের কারণে জনমনে গভীর ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন মন্তব্য করা হয়। এতে বলা হয়, গত ছয় মাসে ৩২ নম্বর বাড়িটিতে কোনো আক্রমণ, ধংসযজ্ঞ হয়নি। গতকাল (বুধবার) রাতে এটি ঘটেছে পলাতক শেখ হাসিনার বক্তব্য ঘিরে; যার দুটো অংশ আছে। একটা অংশ হলো, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যারা আত্মদান করেছেন শেখ হাসিনা তাদের অপমান করেছেন, অবমাননা করেছেন। শহিদের মৃত্যু সম্পর্কিত অবান্তর, আজগুবি ও বিদ্বেষমূলক কথা বলে পলাতক শেখ হাসিনা জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে অবজ্ঞা করেছেন ও অশ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আর দ্বিতীয়ত অংশটি উল্লেখ করে বলা হয়, শেখ হাসিনা দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অমানবিক প্রক্রিয়ায় নিপীড়ন চালিয়ে ক্ষমতায় থাকাকালীন যে সুরে কথা বলতেন, গণঅভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে যাওয়ার পরেও তিনি একই হুমকি-ধমকির সুরে জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে, গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া প্রতিটি মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলে চলেছেন, হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন। শেখ হাসিনা দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির হুমকি দিয়েছেন।

বিবৃতি

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, মানুষের মনে জুলাই গণহত্যা নিয়ে যে ক্ষত রয়েছে, সেই ক্ষততে শেখ হাসিনা একের পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুত্রের হাতে আক্রান্ত পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি।। মদমত্ত অবস্থায় গুনধর পুত্র পিতাকে মদের বোতল দিয়ে মাথায় পর পর আঘাত করে। বর্তমানে পিতা ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।

বুধবার রাত নয়টা নাগাদ কমলপুর থানার দুরাই শিববাড়ী পঞ্চায়েতের কাইমাছড়া গ্রামের সিং ভূমিজ পাড়ায় মদমত্ত অবস্থায় গুনধর পুত্র পিতাকে মদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লেক চৌমুহনী বাজার ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা পৌর নিগমের ১৯ নং ওয়ার্ড অফিসের সামনে আজ লেকচৌমুহনী বাজারের প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ জন ব্যবসায়ী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বাজারের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না করেই তাদের দোকানপাট ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিক্ষোভকারীরা জানান, লেকচৌমুহনী বাজারে রাজার আমল থেকে ব্যবসা চলছে এবং অনেকে বংশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুলিবিদ্ধ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। জঙ্গলে ফুল ঝাড়ু সংগ্রহ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে এক যুবক। ওই মানিকপুর থানাধীন খাসমাই পাড়া এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বর্তমানে কুলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে ওই যুবক। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, খাস মাইল এলাকার বাসিন্দা রত্নদেব রিয়াং জঙ্গলে ফুল ঝাড়ু সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে সে। কোনোভাবে জঙ্গল থেকে প্রাণে বেঁচে বাড়িতে ফিরে আসে সে। সাথে সাথে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূজার প্রসাদ নিয়ে বচসা শিক্ষকদের তালাবন্দি করল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সরস্বতী পূজা রাজ্যের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মহাধুমধামে পালিত হয়। কিন্তু এই সরস্বতী পূজা ঘিরে চড়িলাম বিধানসভার আড়ালিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া এক উশৃঙ্খল ঘটনা জনমনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত সোমবার চড়িলাম আড়ালিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে তেলের ট্যাঙ্কার গাড়ি ও অফিসে ভাঙচুর, প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। বিএমএস কর্মীদের উপর আর্তকিত হামলা চালিয়েছে একদল দুষ্কৃতকারীরা। এমনকি, রাতের আঁধারে ওয়েল ট্যাঙ্কার চালক সংঘের অফিস এবং প্রচার গাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা ধর্মনগর জুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। আজ হামলার প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে ওয়েল ট্যাঙ্কার চালক সংঘ সহ অন্যান্য গাড়ি চালকরা।

প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে বিএমএস (ভারতীয় মজদুর সংঘ) দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। অভিযোগ, বিপ্লব দাস এবং তার অনুগামীরা তাদের আধিপত্য ধরে রাখতে প্রতিপক্ষের কর্মীদের ভয় দেখানো ও হুমকি দেওয়া শুরু করেন। প্রতিদিনই কোনো না কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছিল, যা সংগঠনের মধ্যকার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছিল। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গতকাল রাস্তায় নামে অনুপ পালপন্থী কর্মীরা। ওই বিক্ষোভে যোগ দেন সারা ভারত প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট সংঘের সভাপতি অসীম দত্ত ও ত্রিপুরা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট সংঘের সাধারণ সম্পাদক বীরেশ দেবনাথ। আজ আবারো পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন তাঁরা।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ত্রিপুরা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট সংঘের সাধারণ সম্পাদক বীরেশ দেবনাথের অভিযোগ, গতকাল রাতে ওয়েল ট্যাঙ্কার চালক সংঘে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। এমনকি, জেনারেটর, নগদ টাকা এবং বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য যান শ্রমিকরা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন।

কৃষি বিজ্ঞানীরা রাজ্যের কৃষকদের আয় বাড়াতে সক্ষম হবেন ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহযোগিতায় রাজ্যের কৃষকরা তাদের আয় বাড়াতে সক্ষম হবেন। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কৃষকদের সার্বিক বিকাশের একটি প্রতিষ্ঠান। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানীরা রাজ্যের কৃষকদের উন্নত ফলন পেতে সব সময় সহযোগিতা করছেন। আজ পানিসাগরে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে কৃষি স্বর্ণ সমৃদ্ধি সপ্তাহ উপলক্ষে ৫ দিনব্যাপী কৃষি বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, কৃষিক্ষেত্রকে আরও সমৃদ্ধ ও কৃষকদের আত্মনির্ভর করে তুলতে

এধরণের মেলা সহায়ক ভূমিকা নেবে। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় পিগ ডেমোনস্ট্রেশন ইউনিটের শিলান্যাস করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের স্থায়ী সমাধান চায় এডিসি ভিলেজের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ ফেব্রুয়ারি।। গ্রামে পানীয়জলের সমস্যা নিরসনের জন্য জল জীবন মিশনের মাধ্যমে গ্রামে তিনবছর পূর্বে পাম্প মেশিন বসানো হলেও আজ অব্দি পাম্প মেশিন চালু হয়নি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। ঘটনা কৈলাসহরের হীরাছড়া এডিসি ভিলেজ এলাকায়। যদিও মাস খানেকের মধ্যে এই সমস্যা মিটে যাবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিক। কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনস্থ হীরাছড়া এডিসি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বন্যার ত্রাণ নিয়ে লঙ্কাকান্ড, কড়ইমুড়ায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে ত্রাণ নিয়ে হাজির হয়েছে অভয় মিশন। কিন্তু ত্রাণ প্রাপকদের তালিকা নিয়ে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষ।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে বিশালগড়ের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষদের ত্রাণ সামগ্রী বিলি করছে অভয় মিশন। কিন্তু ত্রাণ প্রাপকদের তালিকা নিয়ে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছেন প্রকৃত প্রাপকসহ বঞ্চিতরা। এ নিয়ে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কড়ুইমুড়া এলাকায় ত্রাণ বিতরণের সময় অভয় মিশনের স্বেচ্ছাসেবকরা একটি তালিকা ধরে ত্রাণ দিচ্ছিলেন। সেই তালিকায় অনেকের নাম না থাকায় বঞ্চিতরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাদের অভিযোগ, তালিকায় স্বজনপোষণ করা হয়েছে এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

বঞ্চিতদের মধ্যে একজন বলেন, তাদের ঘরবাড়ি সব ভেসে গেছে, অথচ তালিকায় আমাদের নাম নেই। যাদের সত্যি সাহায্যের দরকার, তাদের নাম তালিকায় নেই। বঞ্চিতরা তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললে পঞ্চায়েতের মেম্বার এবং প্রধানের নির্দেশে হচ্ছে বলে অভয় মিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এতে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসী।

জাগরণ আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ ইং
২৪ মাঘ, শুক্রবার,১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ধর্মীয় সংঘাত নয়

যত মত তত পথ। ইহা সবাই স্বীকার করেন। সেই কারণেই ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃত ধর্মীয় অধিকার ভারতের জনগণ সমানভাবে পালন করিতে সক্ষম হইতেছেন। এই ধারা চিরকাল বহাল থাকিবে। ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর যাহাতে কোন ধরনের আঘাত আসিতে না পারে সেজন্যই ভারতীয় সংবিধানে সকল ধর্মের মানুষের অধিকার স্বীকৃত। এই অধিকার সুরক্ষার জন্য জাতি ধর্ম বর্ণ রাজনৈতিক নেতা সহ সকলকে সহমর্মিতার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলে কোনদিনই ধর্ম নিয়ে কোন ধরনের সংঘাত ঘটিবে না। সংকীর্ণ রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়া ধর্মীয় বিবাদ ঘটাইবার যে কোন প্রয়াস নিন্দনীয়। সংকীর্ণ চিন্তাধারা বাদ দিয়া দেশ ও দেশবাসীর সার্বিক স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের কথা মাথায় রাখিয়া ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃত ধর্মীয় অধিকারকে রক্ষা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ শাশ্বত সনাতন ধর্মের দেশ। তাহার অমূল্য সম্পদ আধ্যাত্মিকতা। ভারতের এই অধ্যাত্ম-সম্পদ বিশ্বের দরবারে বহন করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন স্বামীজী, এবং অভেদানন্দজী তাহা দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভাষায় "এই দুই বঙ্গবীরের মারফৎ ভারতমাতা দুনিয়ায় রপ্তানি করিয়াছিল রক্ত-মাংসের স্বধর্ম, শক্তিযোগ, দিগ্বিজয়ের সাধনা। বিবেক-অভেদ সেকেলিবাসী ভারতের সওদাগর নন। এই দুই বঙ্গবীর তাজা-রক্ত-মাংসওয়ালা করিৎকর্মা জীবনের ভারতীয় প্রতিনিধি।' তবে ভারতের বেদান্ত-প্রচার পাশ্চাত্যে এখানেই শেষ হইয়া যায়নি। বরং বলা যাইতে পারে, স্বামীজীর মধ্য দিয়ে যে কর্মপ্রবাহের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা অভেদানন্দজীর মাধ্যমে পঁচিশ বৎসর ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া পরিপূর্ণ রূপরেখায় পরিণত হইয়ছিল এবং বর্তমানে সেই কর্মসাফল্যেরই পরিণতিস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচার-সমিতির মধ্য দিয়া কার্য্যধারা অব্যাহত রহিয়াছে। একথার প্রত্যক্ষ প্রতিবেদক ও রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবীণ প্রচারক-ধারক-বাহক স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ তাঁহার সম্প্রতি পাশ্চাত্য অভিযানের অভিজ্ঞতা থেকে বলিয়াছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ, পরে অল্পকালের জন্য স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও সুদীর্ঘকাল ধরিয়াষ স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারের ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁহাদের সহকারীরূপে স্বামী নির্মলানন্দ, স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ প্রমুখ ছিলেন, এবং পরম্পরাক্রমে আমাদের সন্ন্যাসীরা প্রায় সেই ধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন"। স্বামী অভেদানন্দজী শুধু প্রচারক ছিলেন না; পরন্তু অধ্যাত্মজগতের একচ্ছত্রপতি রাজা ছিলেন। তাঁহার জীবনের সিংহভাগ সময় বেদান্ত-প্রচার কার্য্যে অতিবাহিত হয় বলিয়াই ত্যাগ-তপস্যার কথা কুসুমাস্তীর্ণ হইয় পড়ে। তিনি যখনই সময় ও সুযোগ পাইয়াছেন তখনই তপস্যায় বেরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের রাজা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বলিয়াছেন: "কালী যখন তাহার বাইরের কাজ কমাইয়া দিবে, তখনই তাহার আধ্যাত্মিক-শক্তির বিকাশ লোকে বুঝিতে পারিবে।" একথা পরবর্তীকালে তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে বেশ আভাষ পাওয়া যায়। তবে তাঁহার বিশাল কর্মপ্রবাহের জন্য তিনি প্রচারক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের মধ্যে স্বহস্তে রামকৃষ্ণ সাহিত্য রচনায় স্বামী সারদানন্দজী যেমনি অসাধারণ, ঠিক তেমনি স্বহস্তে বেদান্ত-সাহিত্য রচনায় স্বামী অভেদানন্দজীও অনন্যসাধারণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলীর মধ্যেও অনেক বেদান্ত-সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজীর মতো অভেদানন্দজীর মধ্যেও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্বশালী আচার্য্যের আলোক পরিলক্ষিত হয়; এবং সে আলোকে পাশ্চাত্যের বড় বড় বিদ্বান্ ও মহান ব্যক্তিত্বরা হইয়াছে প্রভাবান্বিত। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, চিত্রকর, সাহিত্যিক, কবি থেকে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁহার বক্তৃতায় হইয়াছে মন্ত্রমুগ্ধ। সুতরাং তাঁহার এ বেদান্ত প্রচার সর্বার্থে সার্থক।

লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালের

রাঁচি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার। তিনি জানান, "ভারত রত্ন" লতা মঙ্গেশকর জির মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা, সঙ্গীতের জগতে তিনি "স্বর কোকিলা" নামে পরিচিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ভারতীয় সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ এ প্রয়াত হন। সঙ্গীতের "স্বর কোকিলা" হিসেবে পরিচিত লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং সেলিব্রিটি।

লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নীতিন গড়করির

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। নীতিন গড়করি সোশ্যাল মিডিয়া পেজে লতা মঙ্গেশকরকে স্মরণ করে লিখেছেন, স্বর কোকিলা ভারতরত্ন শ্রদ্ধেয় লতা দিদি মঙ্গেশকর জি-কে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উল্লেখ্য, ভারতীয় সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ এ প্রয়াত হন। সঙ্গীতের "স্বর কোকিলা" হিসেবে পরিচিত লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

নির্বাসন প্রক্রিয়াটি নতুন কিছু নয়, সংসদে বললেন এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আমেরিকা থেকে অভিবাসী ভারতীয়দের নির্বাসন প্রসঙ্গে সংসদে বিবৃতি দিলেন বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এস জয়শঙ্কর বলেছেন, আইনি গতিশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং অবৈধ আন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করা আমাদের সম্মিলিত স্বার্থে। নিজস্ব নাগরিকদের বিদেশে অবৈধভাবে বসবাস করার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাঁদের ফিরিয়ে নেওয়া সব দেশের বাধ্যবাধকতা। নির্বাসনের প্রক্রিয়াটি নতুন নয়।'

এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, 'আমরা আমেরিকা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছি, যাতে নির্বাসিতদের সঙ্গে কোনও ভাবে দুর্ব্যবহার করা না হয়। একই সময়ে, সদন প্রশংসা করবে যে, অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ক্র্যাকডাউনে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। নির্বাসিতদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি এজেন্ট এবং এই জাতীয় সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয়, প্রতিরোধমূলক এবং দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেবে।' এস জয়শঙ্কর জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমরা মার্কিন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি, যাতে ফেরত আসা নির্বাসিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনও ভাবে দুর্ব্যবহার করা না হয়।'

হিমেল ভুবনে বিস্মিত স্কুলের বিশ্বরূপ

সুবীর পাল

বঙ্গে শীত এখন বায়না ধরেছে যাই যাই। ঋতুর উঠোনে কিছুটা মুখ উচিয়ে অপেক্ষারত বসন্ত বলতে চাইছে, আবার এসো, পরের বছর দেখা হবে ভাই। তবু শেষের স্পেলে শীতের এখনও একটা পলকা আমেজ কিন্তু তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে বঙ্গবাসী। এই শীত মানেই। স্কুলে স্কুলে পরীক্ষা সবে হয়ে যাওয়া।। তারপর বড়দিনের ছুটির পালা। নতুন ইংরেজি বছরে নয়া ক্লাসের অচেনা রোল - কলের উৎসুক। নানা স্কুলে স্পোর্টসের আন্তরিক আয়োজন। আসলে শীত মানেই স্কুলের অনেক কিছুই। যা একটু অন্যরকমের। তা স্রেফ শীতেই তুল্য। হ্যাঁ, তাইতো এই সুযোগে রকমারি শীতের দাপুটে ওভারে নানাবিধ স্কুলের কিছু কেতাবী ব্যাটিং পরখ করে নিতে আপত্তি কি? অন্তত, একটু জানা অনেকটা অজানার গ্রিনরুমে। তা আলোচনার ময়দান রাজ্যের বা দেশের হতেই পারে। আবার তথ্যকেন্দ্রিক আন্তজাতিক মাঠও হলেও আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রসঙ্গত রাজ্যটির নাম যদি সর্বাগ্রে পশ্চিমবঙ্গ হয় তখন গ্রীষ্মকালে অতি গরমের কারণে স্কুল ছুটি তো এখানে ফি বছরের অতি চেনা ধারাবাহিক প্রতিচ্ছবি। কিন্তু যখন শীত জাঁকিয়ে পড়ে ভারতের এই অঙ্গরাজ্যে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি প্রান্তে। শীতের আমেজে মোটামুটি কাহিল হয় বাঙালি সমাজ। ঠিক তখনই বঙ্গবাসীর মনে অবশ্যই বাসা বাঁধে, অতি শৈত্যেও কি তবে স্কুল বন্ধ থাকে এমন রূপসী ভূমে? কই তেমন তো কিছুর দৃষ্টান্ত আমাদের অনেকটা চেনা সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না। অনন্ত দক্ষিণবঙ্গের পরিসরে। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে পাহাড়ি কন্যা দার্জিলিং স্থিত স্কুলগুলির ক্ষেত্রে। অল্পস্বল্প বরফের চাদরে শৈলশহর মুখ ঢাকলেই হলো। ওমনি স্থানীয় স্কুলেও তখন শুরু হয় "আজ আমাদের ছুটি"র সাময়িক মহড়া। আবার খুব কনকনে ঠাণ্ডা পড়লে বা ৫ সেলসিয়াসের নিচে থার্মোমিটারের পারদ পতন ঘটলে আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, কোচবিহারের মতো এলাকার বহু স্কুল বন্ধ থাকে। তবে কতটা শীত জেঁকে বসলে স্কুল ছুটি হবে তা নির্ধারণ করে থাকে আঞ্চলিক প্রশাসন ও এলাকার বিদ্যালয় পরিদর্শক দফতর।

তথাপি রাজ্য সীমানা অতিক্রম করে সারা দেশের স্ফটিক কাঁচে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে সর্বাগ্রে চর্চার ফোকাস গিয়ে পড়বে অবশ্যই লাদাখের কিনারে। সেখানে শীতকালে উত্তাপের পারদ নেমে যায় কখনও কখনও -৩০ সেলসিয়াস পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই তখন স্থানীয় স্কুলগুলোর দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তালা। যদিও প্রয়োজন পড়লে -১০ সেলসিয়াসেও এখানকার কিছু স্কুলে পড়াশোনা সচল রাখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে "কার্গিল আর্মি পাবলিক স্কুল" সহ "লেহ আর্মি পাবলিক স্কুলের প্রসঙ্গ অনায়াসেই অগ্রগন্য। এমন তীব্র শীতেও সেনাশাসিত কঠোর অনুশাসিত স্কুলের পঠনরীতির কথা ভাবলে সত্যি আমাদের হতবাক হতে হয় বৈকি। তবে -৫ সেলসিয়াস ঠান্ডাতে কাশ্মীরের " সোশ্যাল এন্ড মিলিটারি স্কুল মাঝেমধ্যে খোলা থাকে বলে জানা গেছে। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখন্ডের বেশ কিছু স্কুলও এই ইস্যুতে পিছিয়ে নেই। হিমাচল প্রদেশের শিমলা, কুলু, মানালি, কাঁথার মতো তীব্রতর ঠান্ডা পাহাড়ি অঞ্চলেও -৫ সেলসিয়াস তাপমাত্রা বহমান থাকলেও কিছু কিছু স্কুল খোলা থাকার কথা সাধারণ ভারতবাসীকে অবাক করে অবশ্যই। এমনতর একই মাত্রার শীতেও খুলে থাকা স্কুলগুলোর মধ্যে "শিমলা গ্রামার স্কুল", মানালি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, "কুলুর ডেভিড সেন্টিনারী স্কুল" প্রকৃতই উদাহরণ সৃষ্টি করে। এগুলো ছাড়াও প্রায় একইরকম ভয়াবহ শীতে উত্তরাখণ্ডের বেশ কিছু স্কুলেও সচল থাকে নিত্য পড়াশোনা। রুদ্রপ্রয়াগের 'উত্তরাখণ্ড পাবলিক স্কুল', নৈনিতালে অবস্থিত 'ফুলবাগ স্কুল, হিরদ্বারের দ্য স্কুল ফর এক্সিলেন্স, দেরাদুনের দ্য ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এর মতো বিদ্যালয়ে এহেন অকল্পনীয় শীতের স্বাভাবিক মাত্রায় পঠনপাঠন চালু থাকে।

ভাবতে পারা যায় সাধারণ পশ্চিমবঙ্গের সমতল এলাকায় বসবাসকারীরা ৫ সেলসিয়াস ঠাণ্ডা কদাচিং পড়লে আমরা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকি। আমাদের পুরো শরীর কেমন যেন জুবুথুবু হয়ে ওঠে এমন ঠান্ডায়। আমরা সব কাজ ফেলে অস্থির হয়ে উঠি কখন লেপের তলায় শরীরটাকে চালান করবো। আর আমাদেরই দেশেরই কিছু কিছু অতি শীতল প্রান্তে -৫ সেলসিয়াসের মতো অসহ্য ঠান্ডাতেও থাকছে স্কুল পুরোপুরি খোলা অবস্থায়। ছোট ছোট পড়ুয়ারা এমন অসহনীয় ঠান্ডা উপেক্ষা করে সেখানে যাচ্ছে পড়াশোনার তাগিদে। এও কল্পনা করতে গেলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়, কার্গিল ও লেহের মতো বিপদসংকুল স্থানেও ১০ সেলসিয়াস ঠান্ডায় স্কুল উন্মুক্ত রাখা হয় বিশেষ প্রয়োজনে। অবশ্য হাড় হিম করা শীতে স্কুলের পঠনপাঠন নিয়ে অবাক হওয়ার মতো চমকপ্রদ মশলা আরও রয়েছে এহেন আলোচনার আস্তিনে। সেক্ষেত্রে তার সঠিক সুলুক সন্ধান পেতে হলে, ভারতের গন্ডি ছাড়িয়ে রাশিয়ায় অবধারিত ভাবে পাড়ি জমাতেই হবে। ওখানেই রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে শীতলতম অধ্যয়নরত একটি স্কুলের আশ্চর্যময় কাহিনী। আপাতত মনে হতেই পারে, এসব অসম্ভব ও আজগুবি কাগুজে কল্পগল্প। না বন্ধু না। এ হলো বহুজনের এক অজানা অকল্পনীয় কঠিন কঠোর সত্য নির্ভর কিসসা। বিদ্যালয়টির নাম ওইমায়কন স্কুল। এটি সাইবেরিয়া অঞ্চলের একটি গ্রামীণ স্কুল। সেখানে-৫৬ সেলসিয়াস বা তার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা পড়লে তাহলেই স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ -৫৫ সেলসিয়াসেও ওই স্কুলে স্বাভাবিক নিয়মে পড়াশোনা চালু থাকে। এমন চমকে যাবার মতো অবিশ্বাস্য তথ্য সত্যি কানে ঢুকলে তা হজম করতেই নিজের বিশ্বাস টলমল করে ওঠে। তবু এই আজব দুনিয়ায় এমনতর স্কুলভিত্তিক ঘটনা প্রকৃতই বাস্তব নির্ভর। সাইবেরিয়ার অভ্যন্তরে সারা বছর বরফে আচ্ছাদিত বিশ্বের সর্বাধিক শৈত্যপ্রবণ গ্রামটি "ওইমায়কন" হিসেবে সুপরিচিত। ১৯২৪ সালে এখানে এযাবৎ রেকর্ড তাপমাত্রা নেমেছিল-৭১ সেলসিয়াসে। জানুয়ারি মাসে সাধারণত এখানে গড় তাপমাত্রার পতন ঘটে -৬৮ সেলসিয়াস পর্যন্ত। এই গ্রামের জনসংখ্যা মেরেকেটে জন্য ৫০০। এখানকার বাসিন্দাদের জীবিকা পশু পালন ও পশু শিকারের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ইউকাগির ও ইয়াকুট সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা বসবাস করেন। এখানে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অত্যধিক ঠান্ডা পড়ে। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সর্বাধিক হারে নিচে নেমে যায়। এহেন গ্রামের "ওইমায়কন স্কুল"টি স্থাপন হয় ১৯৩০ সালে। নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এখানে সরকারি ব্যয়ে বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হয়। পড়ুয়ার সংখ্যা বর্তমানে ৩০ জন। আর জনা ১০ শিক্ষক রয়েছেন। এই গ্রাম্য অঞ্চলে এটিই হল একমাত্র স্কুল। সরকার নিয়ন্ত্রিত এই স্কুলটিতে রাশিয়ান ভাষায় পড়ানো হয়। মূলতঃ শিশুদের শিক্ষা প্রদানের কারণেই স্কুলটি এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। স্কুল ঘরটি আকারে খুব ছোট এবং বিদ্যুৎ সংযোগও অত্যন্ত সীমিত পর্য্যায়ের। স্কুল ড্রেসের রঙ সাদা, লাল, নীল ও হলুদ। তুষারপাতের মধ্যেও যাতে দৃশ্যমান সঠিক থাকে তারজন্যই স্কুল ড্রেসের এমন রঙ নির্ধারণ। থিক উইন্টার কোট, হুড, স্কার্ফ, গ্লাভস, তাপসহায়ক জুতো, স্নো প্যান্ট পরে পড়ুয়ারা স্কুলে যাতায়াত করে। ওইমায়কন স্কুলের পড়েই যে স্কুলটি বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দেয় সেটির নাম হলো "অটুয়ারফিক স্কুল।" এটি গ্রীণল্যান্ডের ব্যস্ততম শহর নুকএ অবস্থিত। এলাকার অন্যতম সম্ভ্রান্ত স্কুল হিসেবে এটি পরিচিত। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই বাস্তব যে এই স্কুলটি-৪০ সেলসিয়াসেও খোলা থাকার নজির সৃষ্টি করেছে। যা বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী শীতকালীন উন্মুক্ত স্কুল। গ্রিনল্যান্ডিক ভায়ায় অটুয়ারফিক শব্দের অর্থ হলো শিক্ষাস্থল। সেই অনুযায়ী এই স্কুলের নাম রাখা হয়েছে অটুয়ারফিক স্কুল। এই স্কুলে ইংরেজি, গ্রিনল্যান্ডিক ও ডেনিশ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। এখানে শুধুমাত্র নুক শহরের পড়ুয়ারাই আসে না, পাশ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের ছাত্রছাত্রীরাও অটুয়ারফিক স্কুলে ভিড় জমায়। বিশালাকার এই স্কুল ভবনটির পুরোটাতে সহনশীল তাপমাত্রা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম চালু থাকে। এই স্কুলে অধ্যায়ণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। বিদ্যালয়টি প্রায় ৭৫ বছরের পুরনো। এটি একটি কোএডুকেশন স্কুল ও পুরোপুরি সরকারি পরিচালনায় নিয়ন্ত্রনাধীন। যার স্টুডেন্টের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার। এখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এই দুই স্তরেই অত্যাধুনিক সিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। **(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)**

"পরিবর্তিত" বাংলাদেশ নিয়ে কেন হতভম্ব কলকাতার বাঙালিরা ?

অমিতাভ ভট্টশালী

আবার বাংলাদেশ থেকে যে বহু সংখ্যক মানুষ কলকাতায় আসতেন নানা কারণে, তাদেরও প্রায় কেউই আজকাল আসছেন না। মধ্য কলকাতার নিউ মার্কেট অঞ্চলে ঘুরলেই দেখা যায় সেই চিত্র। এর একটা বড় কারণ অবশ্য মেডিক্যাল ভিসা ছাড়া বাংলাদেশের নাগরিকদের ভারতের ভিসা প্রায় দেওয়াই হচ্ছে না। তবে ওই গত আগস্টেরই শেষ দিকে ঢাকায় যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন দীর্ঘদিনের প্রবাসী চাকরি জীবন শেষে কলকাতায় এখন অবসর সময় কাটানো রাজা গাঙ্গুলি।

'জুলাই আগস্টে বাংলাদেশের ঘটনাবলী দেখে অনেকে আমাকে বারণ করেছিল যেতে। যেন বাংলাদেশে ঢুকলেই ভারতীয় হিন্দু বলে আমাকে কেটে ফেলবে। কিন্তু ঝালকাঠির চেচরি গ্রামে আমার পূর্ব পুরুষের জন্ম- ভিটে দেখার স্বাদ মেটানোর সুযোগ পেয়েছি এতবছর পরে, সেই আশা অপূর্ণ থেকে যাবে? 'অনেকের বারণ না শুনেই চলে গিয়েছিলাম বাংলাদেশে - ২৯শে আগস্ট। বহু মানুষের সঙ্গে আড্ডা হয়েছে, একেবারে আপন করে নিয়েছিলেন ওদেশের মানুষ। কিন্তু দেশে ফিরে এসে এইসব কথা কাকে বলব! এখানকার মানুষকে যদি আমি বলতাম যে আমাকে প্রায় মেরেই ফেলছিল - বাংলাদেশ থেকে কোনওমতে বেঁচে ফিরে এসেছি - তাহলে বহু মানুষ আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেন বাংলাদেশের এইসব অভিজ্ঞতার কথাই শুনতে চাইছে আজকাল, ' বলছিলেন মি. গাঙ্গুলি। তার কথায়, বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে ব্যাপক অপপ্রচার চলছে ভারতে এবং তার আজন্ম পরিচিত বহু মানুষও বিশ্বাস করে ফেলছেন সেসব কথায়। কলকাতার বাঙালিরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী বা সরকারি স্তরে বাংলাদেশের আগস্ট পরবর্তী ঘটনাবলী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নানা কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু রাজনীতির পরিসরের বাইরে পশ্চিমবঙ্গের বা বলা ভালো কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালিরা আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশ নিয়ে কী ভাবছেন? তারা কি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন না তাদের মধ্যে কোনও অনীহা কাজ করছে, না কি তারা হতভম্ব বা শকড আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী বলছিলেন, 'দুই বাংলার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে সাংস্কৃতিক- বৌদ্ধিক আদানপ্রদান ছিল, যাতায়াত ছিল, সেটা আবার কবে মসৃণ হবে, স্বাভাবিক হবে, সেটা নিয়ে একটা আক্ষেপ বা উদ্বেগ রয়েছে।' 'আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কী না যদি জানতে চান, তাহলে সেদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নানা অবস্থান, নীতি, তাদের ভূমিকা নিয়ে একটা সংশয় কাজ করছে,' বলছিলেন মি. বসুরায়চৌধুরী। "মনে হয় নি অন্য দেশে এসেছি" কলকাতায় ব্যবসা করেন অভিজিত মজুমদার। তার পৈতৃক ভিটে ছিল বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় পাটগেলঘাটার বড় কাশীপুর গ্রামে। পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে চলে আসা অনেক পরিবারের মতোই নিজের পূর্বপুরুষের জন্ম-ভিটে দেখার ইচ্ছা ছিল তার দীর্ঘদিনের। সেই ইচ্ছা পূরণ করতে গত বছর জুলাই মাসে বাংলাদেশ গিয়েছিলেন মি. মজুমদার। 'শুধু সাতক্ষীরা নয়, আমি বরিশাল, যশোর, খুলনা আর ঢাকা- অনেক জায়গাতেই গিয়েছিলাম। ঢাকাতে আমি ছিলাম ঈদের সময়ে। বাস, গাড়ি, রিকশায় চেপে ঘুরেছি, মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। একটুও আলাদা কিছু মনে হয় নি যে আমি অন্য কোনও দেশে এসেছি,' বলছিলেন অভিজিত মজুমদার। তিনি বলছিলেন, 'ব্যক্তিগত আলাপের সময়ে ভেতরে ভেতরে শেখ হাসিনার সরকার নিয়ে বেশ কিছু ক্ষোভের কথা শুনেছি - যেমন ভোট দিতে না পারা বা জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য ইত্যাদি। ভারত সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু ক্ষোভের কথা কিন্তু বলেন নি ওদেশের মানুষ। কিন্তু এক দেড় মাসের মধ্যেই যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাবে, সেটার কোনও আন্দাজ আমি অন্তত পাই নি।'

আগস্টে গিয়ে যা দেখলেন কলকাতার একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী রাজা গাঙ্গুলি আবার পাঁচই অগাস্টের পরের চিত্রটা দেখে এসেছিলেন নিজের চোখে।

'চেচরি গ্রামের কাছে ভাণ্ডারিয়া স্কুলে আমার বাবা পড়তেন আবার সেখানেই এক বছর হেডমাস্টার ছিলেন আমার ঠাকুর্দা। বরিশাল শহর থেকে একজন আমাকে গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন,' বলছিলেন মি. গাঙ্গুলি। তার কথায়, 'খুঁজে পেতে যখন ওই স্কুলে পৌঁছাই সেখানে দেখি বোর্ডে আমার ঠাকুর্দার নাম এখনও রয়েছে। এখন স্কুলের যিনি হেডমাস্টার, তিনি অনেকক্ষণ গল্প করলেন। আমরা খুব কম সময়ের জন্য গিয়েছিলাম, বারবার বলতে থাকলেন এরকম ভাবে এলে হবে না, আমাদের সঙ্গে খেতে হবে — আবার অবশ্যই আসবেন।' গ্রামের মানুষের আপন করে নেওয়ার কথা যেমন তিনি বলছিলেন, তেমনই সেখানে এক বৃদ্ধকে খুঁজে পেয়েছিলেন রাজা গাঙ্গুলি। তিনি পদবীটা শুনে মনে করতে পারলেন যে তাদের পরিবার কোন জায়গায় থাকত। 'ওই ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে আমার ঠাকুর্দা ১৯৬২ সালে চলে আসার সময়ে কোনও জমিজমা বিক্রি করে আসেন নি — এমনিই থাকতে দিয়ে চলে এসেছিলেন,' জানালেন মি. গাঙ্গুলি। তার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের মানুষের একাংশের মধ্যে একটা অভিমান আছে যে কলকাতার বাঙালীরা তাদের কিছুটা "হেয়" চোখে দেখেন, আবার কলকাতার বাঙালীদের মধ্যে বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটা ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গত কয়েক বছর ধরেই। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানে বাধা তৈরি হয়েছে?

একই ভাষা এবং সংস্কৃতির কারণে দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামের বরাক উপত্যকার বাঙালিদের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক বিনিময় থেকেছে নানা স্তরে। দুই দেশের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা গেছেন অন্য দেশে আবার অধ্যাপক- ছাত্রছাত্রীরাও শিক্ষাক্ষেত্রের নানা কর্মসূচিতে পাড়ি দিয়েছেন অপর দেশটিতে। আবার কেউ খুঁজতে গেছেন অন্য দেশে ফেলে আসা পিতৃপুরুষের জন্ম-ভিটে। দুই দেশের সাংবাদিকরাও নিয়মিত যাতায়াত করেছেন। কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর বলছিলেন, ঢাকা আর কলকাতার মধ্যে একটা নিয়মিত যাতায়াত ছিল নানা স্তরে। যেমন আমি গতবছর একুশে বইমেলার সময়ে সেখানে ছিলাম। আবার ওদিক থেকেও বেড়াতে এলে বা ভারতের অন্য শহরে আসা- যাওয়ার পথে কলকাতা একবার ছুঁয়ে যেতেন বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ। ভিসা দেওয়ার সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় কত মানুষ এদিক থেকে যেতেন আর ওদেশ থেকে এখানে কত মানুষ আসতেন। 'যদিও ভারত-বিদ্বেষ চিরকালই ছিল বাংলাদেশের একটা অংশের মধ্যে, তবুও হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত ছিল, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক- যেটাকে আমরা পাবলিক স্ফিয়ার বলি, সেটা অক্ষত ছিল। তবে আগস্টের পর থেকে একটা অনিশ্চয়তা এবং অবিশ্বাসের বাতাবরণ নিশ্চিতভাবেই তৈরি হয়েছে,' বলছিলেন মি. শূর। কাজের সূত্রে বহুবার বাংলাদেশ গেছেন কলকাতার সিনিয়র সাংবাদিক তপশ্রী গুপ্ত। তিনি বলছিলেন, 'এ ধরনের বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটা বাধা তো নিশ্চিতভাবে গড়ে উঠেছে। একটা সন্দেহের বাতাবরণও তৈরি হয়েছে। আমি এমন একজনকে চিনি ওদেশে, বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাকে যে সমঝোতা করতে দেখছি, তিনি সেটা করতে পারেন বলে আগে আমার ধারণাই ছিল না। হয়ত নানা চাপে বা পরিস্থিতির শিকার হয়ে তিনি এটা করতে বাধ্য হয়েছেন।'

বাংলাদেশ কী হঠাৎই অচেনা? বাংলাদেশের কথা বললেই পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় অংশের মানুষের মধ্যে পদ্মার ইলিশ, ঢাকাই জামদানি — এই দুটোই সবথেকে বেশি পরিচিত শব্দ থেকেছে। বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়ম করে বাংলাদেশ থেকে পদ্মার ইলিশ রফতানি করা হত দুর্গাপুজোর আগে। গতবছর পদ্মার ইলিশ আসবে কী না, তা নিয়ে প্রথমে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, যদিও শেষমেশ তা এসেছিল।

এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিতর্কও হয়েছে বিস্তর। কলকাতার বাঙালিদের কেউ কেউ এমন মন্তব্যও চোখে পড়েছে যে "দরকার নেই আমাদের পদ্মার ইলিশের"। সামাজিক মাধ্যমের বাইরে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মধ্যেও উঠে এসেছে সেসব কথা। কলকাতার প্রকাশক সংস্থা আখর প্রকাশনীর কর্তা রৌণক মৌলিক সম্প্রতি গিয়েছিলেন বাংলাদেশে। তিনি বলছিলেন, 'দুই দেশের মানুষ কী সবাই একে অপরকে এতদিন বুকে জড়িয়ে ধরছিলাম?নাকি আমরা ভাবছিলাম যে বাংলাদেশ খানিকটা আমার মত করেই চলবে আর মাঝে মধ্যে ইলিশ পাঠাবে? আমাদের জীবনে তো বাংলাদেশের অবদান এইটুকুতেই এসে ঠেকেছিল যে বইমেলায় সেদেশের কিছু প্রকাশক এসে বই বিক্রি করবেন আর মাঝে মাঝে হুমায়ুন আহমেদ আর সুনীল গাঙ্গুলির ছবি একসঙ্গে দেখা যাবে আর বাংলাদেশ আমাদের ইলিশ পাঠাবে। 'কিন্তু বাংলাদেশ যদি তার কথাগুলো তুলতে শুরু করে, যখন প্রশ্ন করে যে কেন ফেলানী খাতুনকে কাঁটাতারে ঝুলতে হবে, তখন এপারের বাঙালীরা সমস্যায় পড়ে যান। এই মুশকিলটাই তাদের এখন হচ্ছে।' বিশ্লেষকদের অনেকেই বলছেন আসলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের যে ভারত-বিরোধিতার কারণগুলো থেকে গেছে, সেসব শেখ হাসিনার সময়কালে কলকাতার বাঙালিদের সামনে আসে নি। সে কারণেই কী হঠাৎ করে বাংলাদেশকে অচেনা লাগতে শুরু করেছে কলকাতার মানুষের? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী বলছিলেন, 'কলকাতার মানুষের কাছে বাংলাদেশের এই ঘটনাপ্রবাহ কিছুটা অপ্রত্যাশিত ছিল। সে কারণে তারা কিছুটা হতভম্ব। আসলে কলকাতার শিক্ষাবিদ বলুন বা শিল্প- সংস্কৃতির জগতের মানুষদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের লোকেদের ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিল ফলে তাদের শাসনের বিরুদ্ধে যে জনমত তৈরি হচ্ছিল, তা যত শতাংশ মানুষের মধ্যেই থাকুক না কেন, সেটার সম্পর্কে এদিককার মানুষরা অবহিত ছিলেন না। 'যেটা আমরা মাঝে মাঝে যাতায়াত করে উপলব্ধি করতাম, সেই খবর কিন্তু কলকাতার সাধারণ মানুষের কাছে ছিল না। তারা যে এখন শকড সেটার কারণ এটাই এবং সেজন্যই তারা বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহকে মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না,' বলছিলেন অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী। যতই শকডবা হতভম্ব হোন কলকাতার মানুষ, যতজনের সঙ্গে কথা বলেছি, সবাই চাইছেন যে দুই দেশের সম্পর্ক আবারও স্বাভাবিক হয়ে উঠুক, আবারও চলতে থাকুক বাংলা ভাষাভাষীদের যাওয়া-আসা, আবারও কলকাতা বই মেলায় বাংলাদেশের স্টল বসুক, ঢাকার মানুষ পড়ুন শক্তি চট্টোপাধ্যায়- সুনীল গাঙ্গুলিদের লেখা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় শেখ পরিবারসহ একাধিক আওয়ামীলীগের এমপি'র বাড়ি ভাঙ্গচুর

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশে চলছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার বুলডেজার কর্মসুচি, মুলত বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত ৯ টায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যেও জেরে ফের উত্তাল হয়ে উঠে বাংলাদেশ। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িটির অর্ধেক ভেঙ্গে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা। বুধবার থেকে বাড়িটি ভাঙ্গা শুরু হয়। বাড়িটি অর্ধেক ভেঙ্গেই চলে গেছে এক্সকাভেটর।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে এক্সকাভেটরটি চলে যায়। বুধবার রাত থেকে শুরু হওয়া ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি ভাঙার কাজ গড়ালো দ্বিতীয় দিনে। বিক্ষুব্ধ শত শত মানুষ ধ্বংসস্তূপ ঘিরে অবস্থান করছে। তাদেরকে দলবদ্ধ হয়ে ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে উৎসব করতে দেখা গেছে। এসময় তাদেরকে বিভিন্ন স্লোগান দিতে শোনা যায়। এসময় ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, পুলিশ বা দমকল বাহিনীর কাউকেই দেখা যায়নি।

এক রাতেই পাল্টে গেল ঢাকায় শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর ও হাসিনার সুধাসদনের চিত্র।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, ভাঙার কাজে ব্যবহার করা বুলডোজরটি সরিয়ে প্রধান সড়কে রাখা হয়েছে।

বিক্ষুব্ধদের অনেককে বাড়ি ভাঙার কাজে অংশ নিতে দেখা গেছে। তাদের হাতে হাতুড়ি, লাঠিসহ বিভিন্ন হালকা যন্ত্র দেখা গেছে। ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে ভাঙার কাজ করে যাচ্ছেন তারা। আবার অন্যদিকে ভাঙা দেয়ালে বিক্ষুব্ধদের কেউ কেউ রঙ-তুলি দিয়ে বিভিন্ন স্লোগান লিখে দিচ্ছেন।

এছাড়াও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নোয়াখালী জেলার সদস্যরা। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের বড় রাজাপুর গ্রামের মিয়া বাড়িতে হামলা চালান তারা। এসময় তাদের 'নারায়ে তাকবির, কাউয়া কাউয়া' স্লোগান দিতে দেখা যায়। এই প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত দুপুর ১টা ৫০ মিনিটেও হামলা চলমান রয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায়, আন্দোলনকারীরা কেউ বাড়ির ছাদে, কেউ বাড়ির ভেতরে, আবার কেউ বাড়ির সামনে অবস্থান করছেন। তারা 'নারায়ে তাকবির, কাউয়া কাউয়া' সহ বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছে।

এ সময় তারা বাড়ির বিভিন্ন আসবাবপত্র, ছাদের রেলিংয়ে ও সামনে থাকা পোড়া একটা গাড়িতে আগুন দেন।

এদিকে, বাংলাদেশে ছাত্র বুলডেজার কর্মসুচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন জেলায় শেখ পরিবারসহ আওয়ামীলীগের সাবেক একাধিক মন্ত্রী এমপি'র বাড়িতে ভাঙ্গচুর ও আগুন দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে ভাঙ্গচুর করা হয়েছে শেখ মুজিবুরের প্রতিকৃতি।

জাতীয় স্তরে গণপ্রচার অভিযান 'জলবিভাজিকা যাত্রা' র সূচনা

নতুন দিল্লি, ০৫ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বুধবার প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চয়ী যোজনার (ডাব্লুডিসি-পিএমকেএসওয়াই ২.০) জল বিভাজিকা উন্নয়ন অংশের আওতায় জল বিভাজিকা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের অংশগ্রহণ এবং সচেতনতা তৈরি করতে জাতীয় স্তরের গণ প্রচার অভিযান 'জলবিভাজিকা যাত্রা'র সূচনা করেছেন।

হাইব্রিড মোডে আয়োজিত এই প্রচারাভিযান কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি এবং কমলেশ পাসোয়ান। সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সড়কের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক এবং ডব্লুডিসি-পিএমকেএসওয়াই বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত আধিকারিকরা তাদের নিজ নিজ রাজ্য থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেনএবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে একযোগে এই যাত্রা শুরু করেছেন। মোট ৮০০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এক লক্ষেরও বেশি মানুষ 'জলবিভাজিকা যাত্রা'র সূচনা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য মাটি ও জল সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং সারা দেশে ডাব্লুডিসি পিএমকেএসওয়াই প্রকল্পগুলির কার্যকর ও সফল রূপায়ণে সমাজের অংশগ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন। সেই অনুসারে, তিনি জনগণকে আন্তরিকভাবে এই যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য এবং ডব্লিউডিসি-পিএমকেএসওয়াইয়ের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, এই যাত্রা স্থানীয় মানুষের মধ্য থেকে চালিত হবার জন্য একটি কার্যকরী মঞ্চ হয়ে উঠবে, মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী যন্ত্রপাতিকে গতিশীল করবে এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা, জীবিকা এবং পরিবেশের উন্নতির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনার গুরুত্বকে তুলে ধরবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে জলবিভাজিকা যাত্রার সময় যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে যেমন নতুন কাজের ভূমি পূজা, সমাপ্ত কাজের লোকার্পন, জলবিভাজিকা মহোৎসব, জলাশয় মার্গদর্শকদের পুরস্কার এবং স্বীকৃতি, ভূমি-জল পিচ এবং শ্রমদান ইত্যাদি সাধারণ মানুষের কাছে স্থায়ী সম্পদ ব্যবস্থাপনার বার্তাকে পৌঁছে দেবে।

যাত্রার সূচনা উপলক্ষে শ্রী চৌহান ২০২৫ ও ২০২৬ সালের জন্য ডব্লিউডিসি-পিএমকেএসওয়াই ২.০-এর আওতায় ''জলবিভাজিকা-জনভাগীদারী প্রতিযোগীতা''র কথাও ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এটি ''পাবলিক-প্রাইভেট-পিপল পার্টনারশিপ (ফোর পিএস)''কে অন্তর্ভুক্ত করে সম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন জলাশয় ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি অনন্য মডেল। এর অধীনে, সরকারি তহবিল এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় সম্পাদিত কাজগুলি রাজ্য পর্যায়ে মূল্যায়ন করা হবে এবং চমৎকার ও উল্লেখযোগ্য কাজ করা প্রকল্পগুলিকে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এর জন্য মোট ৭০.৮০ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে, যার ফলে প্রতি বছর ১৭৭টি প্রকল্প উপকৃত হবে। এবারের প্রতিযোগিতার প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন করা হবে এপ্রিল মাসে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিযোগিতাটি কেবল বিভাগীয় কাজকেই ত্বরান্বিত করবে না, সাধারণ জনগণও তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রমদান ইত্যাদির মাধ্যমে জল সংগ্রহের কাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রাখবে। মাটি ও জল সংরক্ষণের জন্য সুস্থ প্রতিযোগিতা, জনসচেতনতা, জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার বোধ গড়ে তোলাই এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য, যাতে ভবিষ্যতেও গ্রামবাসীরা এসব স্থাপনার যত্ন নিতে পারে এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে।

ওয়াটারশেড যাত্রায় ৮০৫টি প্রকল্পে প্রায় ৬০-৯০ দিনের জন্য ভ্যান চলাচল থাকবে। ২৬টি রাজ্য এবং ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৬৬৭৩টি গ্রাম (১৩৫৮৭ গ্রাম) জুড়ে এই অভিযান চলবে। ওয়াটারশেড কি পঞ্চায়েতের কার্যকলাপের অধীনে, সুস্থায়ী মাটি ও জল ব্যবস্থাপনা অনুশীলন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের আলোচনার আয়োজন করা হবে এবং বিভিন্ন প্রকল্প অঞ্চলে ডাব্লুডিসি-পিএমকেএসওয়াই কাজ বাস্তবায়নে অবদান রাখা প্রায় ৮ হাজার ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হবে, যা জলাশয় সম্প্রদায়কে আরও অনুপ্রাণিত করবে।

বিভাগটি ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্টের উপর একটি লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলএমএস) তৈরি করেছে এবং ডিওএলআরের ওয়েবসাইটে হোস্ট করেছে, যা যুবকদের এর সাথে আরও যুক্ত করার জন্য মাই ভারত পোর্টালের সাথেও সংযুক্ত করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী যুবকদের একটি শংসাপত্র দেওয়া হবে, যা তাদের শ্রমদান কার্যক্রমে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

দেশের যুবকদের এর সঙ্গে যুক্ত করতে ''মাই ভারত পোর্টাল''-এ ''ওয়াটারশেড যাত্রা''র জন্য একটি মেগা ইভেন্ট তৈরি করা হয়েছে। এটি শ্রমদানের মতো কার্যক্রমের জন্য যুব স্বেচ্ছাসেবকদের একত্রিত করতে, জলাশয় প্রকল্পগুলিতে সামাজিক অংশগ্রহণকে জোরদার করতে এবং ডাব্লুডিসি-পিএমকেএসওয়াই ২.০ প্রকল্পের আরও ভাল বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

সমাজে জাতপাতের বিষ ছড়ানোর চেষ্টা চলছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সমাজে জাতপাতের বিষ ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনে বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'বহু বছর ধরে, সমস্ত দলের ওবিসি সাংসদরা ওবিসি প্যানেলের সাংবিধানিক মর্যাদা দাবি করে আসছিলেন। কিন্তু তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, কারণ এটি তাদের (কংগ্রেস) রাজনীতির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। কিন্তু আমরা এই প্যানেলকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়েছি।''

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আমাদের সরকার, ''সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'' মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ শ্রেণীর দরিদ্রদের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'ডঃ বাবা সাহেব আম্বেদকরের প্রতি কংগ্রেসের কতটা ক্ষোভ ও ঘৃণা ছিল তা ভালভাবে নথিভুক্ত। তারা কখনও বাবা সাহেবকে ভারতরত্ন পুরস্কারের যোগ্য মনে করেননি। কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে ''জয় ভীম'' স্লোগান তুলতে হচ্ছে।'

ফোনের মাধ্যমে জালিয়াতি রুখতে পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ টেলিকম সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সাইবার অপরাধ এবং আর্থিক জালিয়াতি রুখতে ও নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে টেলিযোগাযোগ দপ্তর একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

(১) ভুয়ো তথ্য দিয়ে নেওয়া মোবাইল সংযোগ চিহ্নিত করতে একটি ব্যবস্থাপনা তৈরি হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত যাচাইয়ের জন্য টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(২) চালু করা হয়েছে নাগরিক-কেন্দ্রিক 'সঞ্চার সাথী' উদ্যোগ। এই পরিষেবার মাধ্যমে [illegible] ওয়েবপোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে :

(ক) সন্দেহজনক এবং অবাঞ্ছিত বাণিজ্যিক টেলিফোন সংযোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো যাবে।

(খ) গ্রাহকরা নিজেদের মোবাইল সংযোগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন এবং যে সংযোগ তাঁদের নামে নয়, তাও জানাতে পারবেন।

(গ) চুরি যাওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল হ্যান্ডসেট নিষ্ক্রিয় ও চিহ্নিত করার আবেদন জানানো যাবে।

(ঘ) মোবাইল হ্যান্ডসেটের সঠিক গুণমান সম্পর্কে জানতে পারা যাবে।

(৩) সাইবার অপরাধ এবং আর্থিক জালিয়াতির মোকাবিলায় টেলিকম সম্পদের অপব্যবহার নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ডিজিটাল গোয়েন্দা মঞ্চ। এর আওতায় রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, পুলিশ, বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা, ভারতীয় সাইবার ক্রাইম মোকাবিলা কেন্দ্র এবং টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি। (৪) টেলিযোগাযোগ দপ্তর এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি ভারতীয় নম্বরের ছদ্মবেশে অন্য দেশের অবাঞ্ছিত কল বন্ধ করার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছে। এই ধরনের কলের মাধ্যমে সম্প্রতি ভুয়ো ডিজিটাল অ্যারেস্ট, বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত জালিয়াতি, মাদক পাচার, সরকারি আধিকারিকদের নাম ভাঁড়ানো ইত্যাদি কাজ করেছে দুষ্কৃতিরা।

এছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জাতীয় সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল [illegible] —এ সাধারণ মানুষ যে কোনো সাইবার অপরাধমূলক কাজকর্ম সম্পর্কে নালিশ জানাতে পারেন। টেলিযোগাযোগ দপ্তর ২০২৪-এর ২১ নভেম্বর টেলিযোগাযোগ সাইবার নিরাপত্তা বিধি এবং ২০২৪-এর ২২ নভেম্বর ক্রিটিক্যাল টেলি-কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিধি সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে টেলিযোগাযোগ আইন, ২০২৩-এর আওতায়। ভারতীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার যে কোনো সাইবার উদ্যোগ এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা যাবে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যম এবং প্রেস বিবৃতি দিয়েও সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানিয়েছেন যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ডঃ পেম্মাসানি চন্দ্রশেখর।

নির্বাসন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা সুরজেওয়ালার

নয়াদিল্লি , ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের নির্বাসন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রণদীপ সুরজেওয়ালা। তিনি বলেন, মোদী সরকার ১৪০ কোটি ভারতীয়দের অপমান করেছে। যেভাবে ১০৪ জন ভারতীয়কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অমানবিকভাবে ফেরত পাঠানো হয়েছে তাতে দেশ লজ্জিত। আমরা সরকারের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি এই নিয়ে, কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের নির্বাসন ইস্যুতে বৃহস্পতিবার সারাদিনই উত্তাল হয় সংসদ। বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা নাগাদ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই এই ইস্যুতে বারবার উত্তাল হয় লোকসভা।

মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে ভেঙে পড়ল মিরাজ যুদ্ধবিমান, তদন্তের নির্দেশ

শিবপুরী, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলায় ভেঙে পড়ল একটি দুই আসনের মিরাজ ২০০০ যুদ্ধবিমান। বৃহস্পতিবার শিবপুরীর কাছে ভেঙে পড়ে মিরাজ ২০০০ যুদ্ধবিমান। রুটিন প্রশিক্ষণ মহড়ার সময় যুদ্ধবিমানটি ভেঙে পড়ে। এই যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় কোর্ট অফ ইনকোয়ারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনায় উভয় পাইলট আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর বিমানটিতে আগুন ধরে যায়।

ভারত-ব্রিটেন সহযোগিতা মজবুত করার লক্ষ্যে গ্রীন হাইড্রোজেন নিয়ে কর্মশালা

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি , ২০২৫ গ্রীন হাইড্রোজেন উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হাইড্রোজেনের মান্যতা স্থির করার জন্য ভারত ও ব্রিটেন সহযোগিতা মজবুত করার লক্ষ্যে নতুন দিল্লিতে দুদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ভারত ও ব্রিটেনের গ্রীন হাইড্রোজেন উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো-র সহযোগিতায় এই কর্মশালা হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব হাইড্রোজেন নিয়ে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে এই কর্মশালা পরিচ্ছন্ন শক্তির রূপান্তর অর্জনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এক মাইলফলক। কর্মশালায় বিএসআই-এর শক্তি ক্ষেত্রের প্রধান শ্রীমতী অ্যাবে ডোরিয়ান বলেন, নেট জিরো ভবিষ্যতের লক্ষ্য পূরণে ভারত ও ব্রিটেনের দিশা এক। জাতীয় গ্রীন হাইড্রোজেন মিশনের আওতায় বিআইএস-এর উদ্যোগকে মজবুত করতে এই কর্মশালা বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

এই কর্মশালায় নীতি নির্ধারক, কারিগরি বিশেষজ্ঞ এবং ভারত ও ব্রিটেনের শিল্প নেতারা যোগ দিয়েছেন। বিআইএস-এর উপ-নির্দেশক শ্রী রাজীব কুমার এর উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন, ব্রিটিশ হাইকমিশনের জলবায়ু ও শক্তি বিষয়ক প্রধান শ্রীমতী লওরা আয়লেট। এছাড়াও বিএসআই-এর শক্তি ক্ষেত্রের প্রধান আবে ডোরিয়ান এতে যোগ দেন। গ্রীন হাইড্রোজেন ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও সুসংহত ব্যবস্থা বজায় রাখতে ভারত ও ব্রিটেন তাদের যৌথ লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেন।

মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে ভেঙে পড়ল মিরাজ যুদ্ধবিমান, তদন্তের নির্দেশ

শিবপুরী, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলায় ভেঙে পড়ল একটি দুই আসনের মিরাজ ২০০০ যুদ্ধবিমান। বৃহস্পতিবার শিবপুরীর কাছে ভেঙে পড়ে মিরাজ ২০০০ যুদ্ধবিমান। রুটিন প্রশিক্ষণ মহড়ার সময় যুদ্ধবিমানটি ভেঙে পড়ে। এই যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় কোর্ট অফ ইনকোয়ারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনায় উভয় পাইলট আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। ঘটনার পরপরই বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পাইলটদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে নারওয়ার তহসিলের দাবরাসানি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ-প্রশাসন।

WALK-IN-INTERVIEW
Date: 07/02/2025.

A walk-in-interview for the engagement of 02 (Two) Guest Lecturer will be held at North Tripura District Polytechnic, P.O.: Bagbassa, Dharmanagar, North Tripura on 10th February, 2025 (Monday). Interested candidates are hereby informed to report by 11:00 AM positively at the office of the Institute. The engagement will be class. purely on temporary basis at remuneration (Honorarium) of Rs.500/- per Branch/Discipline for which Guest Lecturers are required: (i) Mathematics: 01 (One) No., and (ii) Political Science. (To teach the course "Indian Constitution"): 01 (One) No.
Educational Qualifications: First Class in Master Degree in relevant branch/discipline with First class at Bachelor's Level.
Engagement will be made strictly on merit basis and screening of API score followed by interview as per new recruitment rules. Candidates are requested to bring their original certificate, documents and self attested photocopies of the same for further submission on that day positively, along with an application in plain paper, a comprehensive bio-data and a passport size photograph fixed at the bio data. No TA/DA will be provided for attending the interview.
ICA/D/1814/25

Sd/-(Dr. Prasun Datta)
Principal-in-Charge
North Tripura District Polytechnic
Dharmanagar, North Tripura

PNIT NO: 67 /EE/RD/ SNMD/2024-25, Dt. 04/02/ 2025

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 10/02/2025 for 1 (one) no. construction work amounting to Rs 2,55,226.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/4/3659/25

Executive Engineer
RD Sonamura (Dhanpur) Division

PNIT NO: 67 /EE/RD/ SNMD/2024-25,

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 10/02/2025 for 1 (one) no. construction work amounting to Rs 2,55,226.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-3659/2

Executive Engineer
RD Sonamura
(Dhanpur) Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: ePT-73/EE/RD/KGT/DIV/ 2024-25 Dt. 31/01/2025

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti Tripura invites Percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. on 20/02/2025 for 01 No. works below 10.00 Crore each For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e-mail: een1 kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3663/25

Executive Engineer
RD Kumarghat Division

PNIT No.: e-PT-17/EE/ RDMNP/PNIT (W)/2024- 25, Date,01/02/2025.

The Executive Engineer, R.D Mohanpur Division, Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites percentage rate e-tender (two bid system) from eligible bidders with appropriate class & experiences in similar nature of works up to 3.00 P.M of 12/02/2025 for "7(Seven) nos. of different construction works under R.D Mohanpur Division during the year 2024-25" and tender may likely to be opened on the same day i.e. 12/02/2025, if possible.
For details, visit website https://tripura tenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3653/25

Executive Engineer R.D Mohanpur Division.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER (PNIT)

On behalf of the Governor of Tripura, the following item wise separate e-tender (NIT-wise) are invited from fish farmers, fishery Co-op. society, fishery entrepreneur, Fishery based SHGS by the undersigned for procurement of Major carp fingerling (Catla, Rohu & Mrigal) (10 cm & above) as per details below for distribution under different Pisciculture scheme in 4 (Four) Blocks and different notified areas under Jirania Sub- Division, West Tripura:

NIT No.	Item for which e-tender is invited	Estimated quantity	Estimated value tender	Necessary date & Time
No.F.3(95)-SF(JRN)/e-TENDER-10CM/2025-26/3472 Dated—05/02/2025	Indian Major Carp Fingerling (10 cm & above)	2.00 Lakh	6.98 Lakh	Bidding Document can be downloaded from 05/02/2025 at 15:00 hours. Last date of online submission of e-tender: 18/02/2025 up to till 16:00 hours. (Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in)

All the future modification /corrigendum shall be made available in the e- procurement portal So bidders are requested to get the updated themselves from the e- procurement web portal only.
ICA/C/3649/25

(Smt. Sujata Debbarma, THFS Gr.-IV)
Superintendent of Fisheries
Jirania Sub-Division: West Tripura

PNIe-T No.:- 24/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25 Dated. 04-02-2025.

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender for the following works:
Email address: eedmr.rnb@gmail.com
1. DNIT No.: 55/SE(D)/KGT/2024-25 2. DNIT No.: 58/SE(I)/ KGT/2024-25 3. DNIT No.: 59/SE(I)/KGT/2024-25 4. DNIT No.: 60/SE(D)/KGT/2024-25 5. DNIT No.: 61/SE(D)/KGT/2024-25 DNIT No.: 62/SE(I)/KGT/2024-25
7. DNIT No.: 63/SE(1)/KGT/2024-25
Period of downloading of biding documents from 04-02-2025 to 10-02-2025. Deadline for online bidding 10-02-2025 up to 3:00 PM.
Date and Time of opening bid: 10-02-2025 at 4.00 PM.
Place of opening of bids: Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar
Division, Dharmanagar,(N) Tripura.
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit https://tripuratenders.gov.in
For and behalf of the Governor of Tripura.
ICA / C-3643/25

Executive Engineer PWD (R&B)
Dharmanagar Division Dharmanagar,(N) Tripura

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

ডায়াবেটিস মোকাবিলায় ড্যাশ ডায়েট

রক্তে শর্করার মাত্রা একবার বেড়ে গেলেই হল! নিয়ন্ত্রণে আনতে কালঘাম ছুটে যায়। নিয়মমাফিক রুটিন মেনে, ওষুধ খেয়েও অনেক সময় দেখা যায়, সুগার কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না। এখন উপায়? সমাধান অবশ্যই আছে। শীতকাল আসছে। আর শীতকাল মানেই হরেক রকম শাকসব্জি ও ফলের মেলা বাজারজুড়ে। তেমনই বেশ কয়েকটি দিয়ে শুরু করুন ড্যাশ ডায়েট। ফাইবার ও নাইট্রেট সমৃদ্ধ এই ডায়েট সুগারের রোগীদের জন্য আদর্শ।

ড্যাশ ডায়েট কী?

'ড্যাশ'-এর পুরো কথা 'ডায়টারি অ্যাপ্রোচ টু স্টপ হাইপারটেনশন'। এটি মূলত ফাইবার ও নাইট্রেট সমৃদ্ধ। আধ কাপ কাঁচা অথবা সেদ্ধ সব্জি, আধ কাপ টাটকা সব্জির রস, আধ কাপ ড্রাই ফ্রুটস, আধ কাপ টাটকা ফল--- দিনের যে কোনও সময় অন্যান্য খাবারের সঙ্গে এই চারটি জিনিস খাওয়াই হল ড্যাশ ডায়েট। সুগারের জন্য আর্টারি, ব্লাড ভেসেল ও হৃদযন্ত্রের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। এই ডায়েট ফর্মুলা মেনে চললে, এই সমস্যাগুলি থেকে উপকার পাবেন আপনি। ড্যাশ ডায়েট কোনও পূর্ণ খাদ্যতালিকা নয়। আপনি দৈনন্দিন জীবনে যে খাবার খান, তার পাশাপাশি এই ডায়েট মেনে চলতে পারেন। এর ফলে কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ অনেকটা কমে যায়।

ড্যাশ ডায়েটের চার ধাপ

প্রথম ধাপে খেতে হবে কাঁচা বা রান্না করা সব্জি। এক্ষেত্রে শীতকালীন যে কোনও সব্জি খেতে পারেন। যেমন গাজর, বিট, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি, বিনস, ক্যাপসিকাম, টম্যাটো। পাশাপাশি রসুন, পেঁয়াজ, আদা এগুলিও খান। যে কোনও প্রাকৃতিকভাবে রঙিন সব্জি উপকারী। সুগারের পেশেন্টদের চোখের সমস্যাতেও ভুগতে হয়। তাঁদের জন্য কাঁচা গাজর খুব উপকারী। কারণ গাজর ভিটামিন এ সমৃদ্ধ। কুমড়ো ও তার বীজও খেতে পারেন। এটিও মাল্টি মিনারেল ও মাল্টি ভিটামিন সমৃদ্ধ। এছাড়াও লেটুস, সেলারি খাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ধাপে সব্জির রস করে খেতে হবে। উচ্ছে, করলা ইত্যাদির রস খাওয়া ভীষণ উপকারী ডায়াবেটিকদের জন্য। এছাড়া গাজর, টম্যাটো, বিটের রস খেতে পারেন। পালং শাক, মেথি শাকের রস খাওয়াও ভালো। যে কোনও মাধ্যমেই মেথি (গুঁড়ো, শাক, গোটা) উপকারী।

তৃতীয় ধাপে খান ড্রাই ফ্রুটস। যেমন বাদাম, আখরোট, আমন্ড। খেজুর, কিশমিশ এগুলি এড়িয়ে চলুন।

চতুর্থ ধাপে ফল খেতে হবে। গোটা ফল চিবিয়ে খাওয়া বেশি উপকারী। কারণ তাতে ফাইবার পাওয়া যায়। স্মুদি বানিয়েও খেতে পারেন। যে কোনও ধরনের বেরি (ব্লুবেরি, ব্ল্যাকবেরি, স্ট্রবেরি) সুগারের রোগীদের জন্য আদর্শ। জাম সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শীতকালে আমলকীও সুগারের জন্য খুব সাহায্য করে। ব্রেকফাস্টের টেবিলে ডায়বেটিক পেশেন্ট যদি রোজ একটুকরো আমলকী এবং এক টুকরো কাঁচা হলুদ খান, তাঁর ওজন যেমন কমবে তেমনই লিভার বা কিডনির সমস্যারও সমাধান হবে। ডায়বেটিক রোগীদের ক্রনিক ইনফেকশনের সমস্যা থাকে। তার জন্যও এটা খুব উপকারী। যদি কোনও রোগী অভিযোগ করেন, খেতে পারছেন না, তাহলে আমলকী ও হলুদের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা মধু মেশানো যেতেই পারে। এছাড়াও বাতাবিলেবু, কমলালেবু, মুসাম্বিলেবু, ডাঁসা পেয়ারা, আপেল, কলা খেতে পারেন। কমলা, মুসাম্বিতে একটু মিষ্টি আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা তেমন ক্ষতি করে না। অল্প করে আঙুর খাওয়াও যায়।

কীভাবে খাবেন?

যে সব্জিগুলি কাঁচা খেতে পারবেন, সেগুলি কাঁচা খাওয়ার চেষ্টা করুন। সম্ভব না হলে সেদ্ধ করে খান। অলিভ অয়েলে সামান্য ভেজে দারচিনি ছিটিয়েও খাওয়া যায়। অনেকে ব্রেকফাস্টে ডিমের মধ্যে সব্জি দিয়েও খেয়ে থাকেন। সেটিও উপকারী। ফল খেতে পারেন দুপুরের খাওয়ার পর। সুগারের রোগীরা খাওয়ার পর অনেক সময় মিষ্টি খেতে চান। চেষ্টা করুন খাওয়ার এক ঘণ্টা পরে তাঁদের জল দিতে। এই ফাঁকে তাঁদের আপেল ও পেয়ারা দিতে পারেন। এতে মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছেটা কমবে।

কোন কোন শাকসব্জি ও ফল এড়িয়ে চলবেন

বেশ কিছু শাকসব্জি ও ফল সুগারের রোগীদের এড়িয়ে চলাই উচিত। লিচু, আখ, চেরি, আনারস, আম এগুলি খাবেন না। আবার আলু, ভুট্টা এগুলিও খুব ক্ষতিকর। মূলত যাঁরা ডায়াবেটিক নন, তাঁরা অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট খেলেও শরীরে থাকা ইনসুলিন মেটাবলিজ করতে পারে। সেই জন্য সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে ডায়াবেটিক রোগীদের তা হচ্ছে না। এর ফলে মাল্টিঅর্গান ড্যামেজের মতো সমস্যা তাঁদের হয়। আরেকটা কথা মাথায় রাখাও প্রয়োজন। গ্লুকোজ ছাড়া কারও চলবে না। কারণ আমাদের দেহের কোষগুলি কেবল গ্লুকোজই খায়। আমাদের এমন ধরনের খাবার বেছে নিতে হবে, যার ফলে অল্প অল্প করে গ্লুকোজ লেভেল বাড়বে।

মশলা কেনার সময় যাচাই করে নিন কয়েকটি বিষয়

রান্নায় মশলার ব্যবহার কম করেন অনেকেই। তাই বলে মশলা কেনা তো বন্ধ করা যায় না। মাসকাবারি ফর্দে তাই একেবারে উপরের দিকে থাকে মশলার নাম। পছন্দসই সংস্থার মশলা ঘরে এনে তুললেই হবে না। মশলা কেনারও আছে নানা কৌশল। না হলে ঠকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মশলা কেনার সময় কয়েকটি বিষয় যাচাই করে না নিলে মুশকিলে পড়তে হতে পারে।

বর্ণ- মশলা নষ্ট হয়ে গেলে অনেক সময় এর রং পরিবর্তন হয়ে যায়। মশলার গায়ে ধূসর দাগছোপ দেখা যায়। বিশেষ করে বর্ষার সময় এমনটি হওয়ার সুযোগ খুবই বেশি। তাই কেনার আগে দেখে নিতে হবে। মেয়াদ- অন্য সব জিনিসের মতো মশলা ব্যবহারেরও একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। প্যাকেটের গায়ে সেই তারিখ লেখা থাকে। কেনার এক বার সেই তারিখে চোখ বুলিয়ে নেওয়া উচিত।

গন্ধ- মশলা মানেই ঝাঁঝালো গন্ধ। শুঁকলেই নাকে আসবে। তবে সেটা যদি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে কোথাও সমস্যা আছে। মশলার গন্ধে যদি সেই তীব্রতা না থাকে, তা হলে না কেনাই ভাল।

দাম-অনেক সময় বিভিন্ন কারণে খুচরো মশলা কিনতে হয়। তাতে প্যাকেটের চেয়ে বেশি দাম নেন অনেক বিক্রেতাই। তাই খুচরো মশলা কেনার আগে এক বার বাজারমূল্য জেনে নেওয়া জরুরি।

তিন উপসর্গ দেখেই বুঝতে পারবেন থাইরয়েডের সমস্যা বেড়েছে কি না

থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন অনেকেই। থাইরয়েডের সমস্যা মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা গেলেও, ইদানীং বহু পুরুষও নানা কারণে এমন সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন। সাধারণত বয়স বাড়লে এই ধরনের ক্রনিক সমস্যা দেখা দেয়। থাইরয়েড গ্রন্থি যেই থাইরক্সিন হরমোনের সৃষ্টি করে, তার মাত্রা প্রয়োজনের থেকে বেশি বা কম হওয়াতেই এই সমস্যাগুলি দেখা দেয়।

থাইরক্সিন হরমোন মূলত বিপাকের ক্ষেত্রে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই হরমোনের মাত্রা শরীরে অত্যধিক বেশি বা কম হয়ে গেলে তা শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে। থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি। শরীরে থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দিলে কয়েকটি উপসর্গ ফুটে ওঠে পায়ের পাতায়। সতর্ক হোন সেই সব দেখেই। পায়ে চুলকানি: হাইপোথাইরয়েডিজমের (থাইরক্সিন হরমোনের ক্ষরণ কমে যাওয়া) একটি সাধারণ উপসর্গ হল পায়ে অস্বস্তি হওয়া। ধীরে এটি শুধুমাত্র পা নয়, মাথার ত্বক, হাত সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। থাইরয়েড হলে মূলত শরীর ভিতর থেকে শুকিয়ে যায়। ত্বক অত্যধিক রুক্ষ হয়ে পড়ে বলে ত্বকে অস্বস্তি শুরু হয়। কোনও কারণ ছাড়াই এই অস্বস্তি হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শরীরে থাইরয়েডের সমস্যা বাসা বাঁধলে পায়ের তলা অত্যধিক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে।

পায়ের পাতায় ব্যথা: থাইরয়েডের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হল পায়ের পাতায় ব্যথা। থাইরয়েড যে গ্রন্থি হরমোন তৈরি করে, তা শরীরের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যখন সেই হরমোন ঠিক করে কাজ করে না, তখন পায়ের পেশিতে ব্যথা শুরু হয়। পায়ে যদি মাঝেমাঝেই ব্যথা হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে থাইরয়েডের মাত্রা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি। শুষ্ক পায়ের তলা: শরীরে থাইরয়েডের সমস্যা বাসা বাঁধলে পায়ের তলা অত্যধিক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরি হওয়া হরমোন যদি ঠিক করে কাজ না করে, তখনই এমন সমস্যা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। থাইরয়েড গ্রন্থি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বলে, শরীরে তেল এবং ঘামের উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ত্বক রুক্ষ এবং শুষ্ক হয়ে পড়ে। গোড়ালি ফাটার সমস্য বেড়ে যায়।

ব্যায়াম করার পর সযত্নে গুটিয়ে রাখা ম্যাটটিও রোগ ছড়াতে পারে

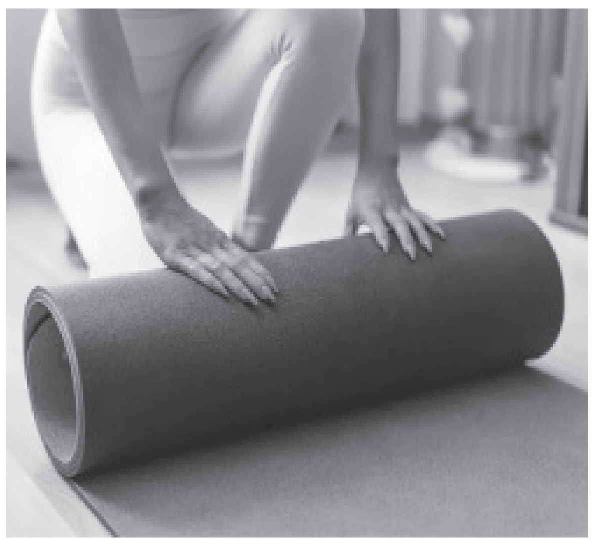

নানা রকমের ব্যায়াম, প্রাণায়াম এবং সব শেষে মিনিট দুয়েক শবাসন। এই হল রোজ সকালের রুটিন। তার পর অফিসে বেরোনোর তাড়া। যোগাসন করার পর ম্যাট গুটিয়ে "রোল" করতে করতেই ছকে নিতে হয় সারা দিনের পরিকল্পনা। কোনও দিনই আলাদা করে ম্যাট রোদে দেওয়া বা জল দিয়ে ধোয়ার কথা মনে হয় না। শরীরচর্চা করার পর ম্যাট না গুটিয়ে নিদেনপক্ষে পাখার তলায় খুলে রাখলেও হয়।

কিন্তু সে সময় নেই। দিনের পর দিন এই ভাবে রেখে দিলে ম্যাট থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানো অস্বাভাবিক নয়। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, দুর্গন্ধ তো বটেই, চিন্তা বেশি ত্বকের রোগ নিয়ে।

ম্যাটের উপর জমে থাকা ঘাম, ধুলো-ময়লা থেকে ব্যাক্টেরিয়া এবং ছত্রাকের জন্ম হয়। যেগুলি খালি চোখে দেখা যায় না। দিনের পর দিন ওই ম্যাট ব্যবহার করলে সেখান থেকে ত্বকে সংক্রমণ হতেই পারে। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নিয়মিত স্নান করলে কিংবা কাচা পোশাক পরলেও সংক্রমণের ভয় থেকে যায়। তাই নিয়মিত এই ম্যাটটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তার জন্য যে খুব বেশি ঝক্কি পোহাতে হয়, এমন নয়। বাড়িতে তৈরি বিশেষ মিশ্রণ দিয়েও ম্যাট পরিষ্কার করা যায়। কী ভাবে সেই মিশ্রণ তৈরি করতে হয়, জেনে নিন।

প্রথমে স্প্রে বোতলের মধ্যে সমপরিমাণে জল এবং ভিনিগার মিশিয়ে নিন। এ বার এই তরলের মধ্যে দিন ৫ থেকে ৬ ফোঁটা টি ট্রি অয়েল। ব্যস, ম্যাট পরিষ্কার করার সলিউশন তৈরি। ম্যাটের উপর ছড়িয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে ম্যাট পরিষ্কার করেই সঙ্গে সঙ্গে তার উপর শুয়ে পড়বেন না। খোলা হাওয়ার রেখে ম্যাট শুকিয়ে নিয়ে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি বার ম্যাট পরিষ্কার করার আগে এই মিশ্রণ ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। সপ্তাহে এক বার তরল সাবান দিয়ে স্পঞ্জের ম্যাট কাচাও যেতে পারে। তবে ওয়াশিং মেশিনে না দেওয়াই ভাল।

গেঁটে বাতের চিকিৎসা

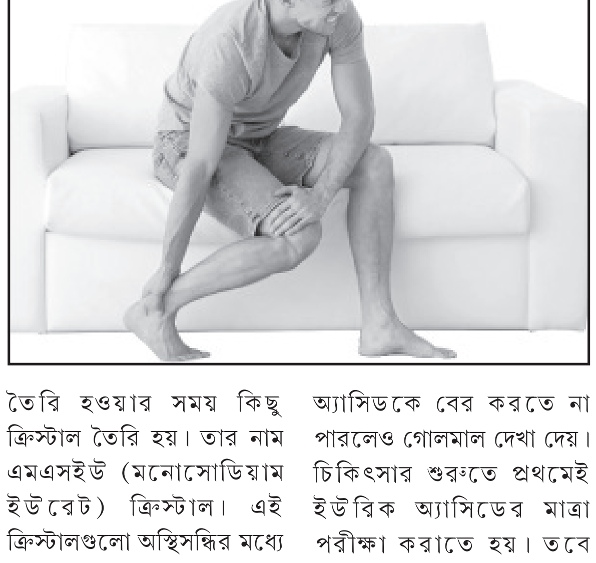

গাউট কথাটা এসেছে গাট্টা থেকে। আগেকার দিনে অভিজাত, বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত একটু ভারী চেহারার মানুষজনদেরই হতো এই রোগ। তাই গাউট বা গেঁটে বাতকে 'ডিজিজ অব কিং অ্যান্ড ক্যুইন'ও বলা হয়। তবে অসুখটি এখন আর তা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সমাজের সর্বস্তরেই এই রোগ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায়, যাঁরা বিলাসবহুল জীবনযাত্রা পছন্দ করেন, স্থূলকায়, হাই প্রেশার-ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভোগেন, আমিষ খাবার (মাংস, সামুদ্রিক মাছ) প্রচুর পরিমাণে খেতে পছন্দ করেন তাঁদের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। আবার মদ্যপান এবং গাউটের মধ্যেও রয়েছে সম্পর্ক। যাঁরা অ্যালকোহল বেশি পান করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে গাউটের লক্ষণ বেশি দেখা যায়।

গাউটের প্রকারভেদ- গাউট বা গেঁটে বাতকে বলা হয় মেটাবলিক জয়েন্ট ডিজিজ। এগুলি সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়, অ্যাকিউট, ক্রনিক ও ইন্টার ক্রিটিক্যাল গাউট। মূলত ইউরিক অ্যাসিডের গোলমালের জন্য এই রোগ হয়। পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার মাংস, সামুদ্রিক মাছ, অ্যালকোহলে থাকে পিউরিন। পিউরিন ভেঙে শরীরে তৈরি হয় ইউরিক অ্যাসিড।

একইসঙ্গে সিউডো গাউটও দেখা যায় কারও কারও। সেখানে এমএসইউ (মনোসোডিয়াম ইউরেট) নয়, সিপিপিডি আর বিসিপি ক্রিস্টাল তৈরি হয়। এরসঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের কোনও যোগ নেই। অত্যন্ত বিরল এই সমস্যা।

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা- সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ২-৭ মিলিগ্রাম ইউরিক অ্যাসিড ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ২-৬ মিলিগ্রামের মধ্যে থাকতে হবে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা।

সমস্যার উৎস- পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার থেকে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার সময় কিছু ক্রিস্টাল তৈরি হয়। তার নাম এমএসইউ (মনোসোডিয়াম ইউরেট) ক্রিস্টাল। এই ক্রিস্টালগুলো অস্থিসন্ধির মধ্যে জমা হয়। এর ফলে সেখানে যে সাইনোভিয়াল সেল রয়েছে, তার সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে। তার ফলে প্রদাহ তৈরি হয়। দেখা গিয়েছে, যে সমস্ত ছেলেদের ক্ষেত্রে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ৭ মিলিগ্রামের বেশি এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৬ মিলিগ্রামের বেশি, তাঁদের গেঁটে বাত বা গাউটে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

উপসর্গ-গাউট প্রথমে শুরু হয় পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে। সাধারণত দেখা যায়, কোনও ব্যক্তি বিয়ে বাড়ি বা কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়ে প্রচুর খাওয়াদাওয়া ও মদ্যপান করলেন। পরদিন ভোরবেলা থেকেই তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলে ব্যথা ও তার সঙ্গে ফুলে লাল হয়ে যাওয়ার উপসর্গ দেখা যেতে পারে। এই হল অ্যাকিউট গাউটের একটা লক্ষণ। এছাড়া, যাঁদের শরীরের ওজন বেশি, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস আছে, নিয়মিত মদ্যপান করেন (মূলত বিয়ার, হাই স্পিরিট), তাঁরাও এই সমস্যায় ভুগতে পারেন। অ্যাকিউট গাউট দু'-তিন সপ্তাহ স্থায়ী হলে বা বারবার ফিরে এলে তখন তাঁকে ক্রনিক গাউট বলে।

চিকিৎসা- শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে দু'ভাবে। শরীরে বেশি মাত্রায় তৈরি হলে বা ওভার প্রোডাকশন হলে এমন জটিলতা দেখা দিতে পারে। কিডনি কোনওভাবে ইউরিক অ্যাসিডকে বের করতে না পারলেও গোলমাল দেখা দেয়। চিকিৎসার শুরুতে প্রথমেই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা পরীক্ষা করাতে হয়। তবে অনেক সময় ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা খুব বেশি না বাড়লেও রোগের উপসর্গ প্রকাশ পেতে পারে! আসলে ব্যক্তিবিশেষে অসুখের প্রকাশ ভিন্ন হতে পারে। তাই এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনেক সময় জয়েন্টের মধ্যে থেকে ফ্লুইড বের করে মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে এমএসইউ ক্রিস্টাল দেখা হয়। আল্ট্রাসোনোগ্রাম, বিশেষ ধরনের সিটিস্ক্যান দিয়েও ক্রিস্টালগুলি দেখা হয়। এরপর বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে চিকিৎসা শুরু হয়।

ওষুধ- অ্যাকিউট গাউটের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ ব্যবহার করা হয়। রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা যে ওষুধগুলি খাওয়ার পরামর্শ দিই, সেগুলি দিয়েই প্রথমাবস্থায় গাউটের চিকিৎসা হয়। এর ১-২ সপ্তাহ পর যখন ব্যথা খানিকটা কমে যায়, তখন ওই ক্রিস্টালগুলি বের করার জন্য ওষুধ দেওয়া হয়। কিছু ওষুধ আছে যা কিডনি দিয়ে ইউরিক অ্যাসিড বের করে দেয়। তবে ওষুধ বন্ধ করা যায় না। একটানা খেয়ে যেতে হবে। তাতে নতুন করে গাউটের সমস্যা মাথাচাড়া দেওয়া প্রতিরোধ করা যাবে। তবে তার সঙ্গে ডায়েট ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন দরকার। আশা করা যায় তাতেই রোগী উপকার পাবেন।

বাঙালির রোজকার খাবারে ডাল থাকাটা "মাস্ট"

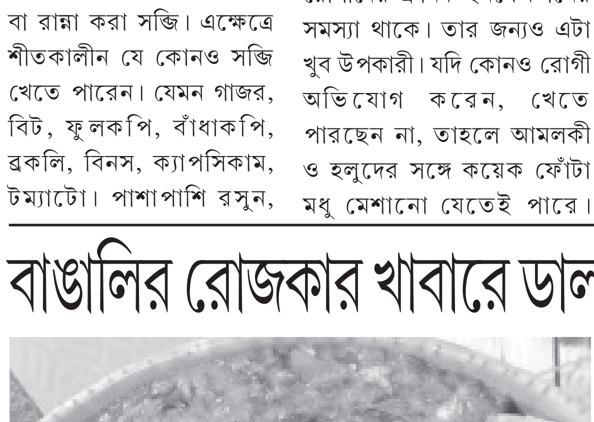

বাঙালির রোজকার খাবারে ডাল থাকাটা "মাস্ট"। কেউ কেউ খাবারের শুরুর পাতে ডাল খান, কেউ আবার শেষপাতে। তবে রোজের পাতলা ডাল-ভাতের বদলে যদি পাতে পড়ে ডালের অন্য কোনও পদ, তা হলে কেমন হয়? বানিয়ে ফেলুন মুগ-পনির, এই রেসিপি কেবল ভাতের সঙ্গেই নয় রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গেও জমবে ভালই। রইল রেসিপি।

উপকরণ: ১৫০ গ্রাম মুগ ডাল, ১৫০ গ্রাম পনির, ১ কাপ গাজর-বিন- ক্যাপসিকাম (ডুমো করে কাটা), ১ চা চামচ আদা বাটা

৩ টবিল চামচ নারকেল কুচি, ১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো, ১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো, ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ২-৩টি কাঁচা লঙ্কা, ২টি শুকনো লঙ্কা, আদ চা চামচ জিরে, ১ চা চামচ ঘি, ১ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, পরিমাণ মতো তেল নুন, চিনি স্বাদমতো ১চা চামচ ঘি ১ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো

প্রণালী: কড়াইয়ে শুকনো মুগ ডাল হালকা করে ভেজে নিন। তার পর জলের মধ্যে নুন ও একটি তেজপাতা দিয়ে ডাল সেদ্ধ করে নিন। ডাল যেন খুব বেশি গলে না যায়। এ বার পনির ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলেই জিরে ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সব সব্জি, কাঁচা লঙ্কা ও নারকেল কুচি দিন। মশলা একটু ভাজা হলে আদা বাটা দিয়ে খানিক ক্ষণ কষিয়ে নিন। এ বার নুন, চিনি দিয়ে সেদ্ধ করে রাখা ডাল ডিয়ে দিন কড়াইয়ে। ডাল একটু ফুটে উঠলে পনিরের টুকরোগুলি দিয়ে দিন। মিনিট পাঁচেক ঢেকে রেখে ডাল ঘন করে নিন। শেষে ঘি, গরম মশলা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন গরম ভাতের সঙ্গে।

বৈঠকি আড্ডা জমাতে বানিয়ে ফেলুন চিকেন সাসলিক

সন্ধ্যাবেলায় ভাজাভুজি খেতে কমবেশি সকলেই ভালবাসেন। একটা বৃষ্টিভেজা বিকেল, সামনে পছন্দের খাবার আর বাড়িতে বন্ধুবান্ধবের সমাগম হলে আর কী চাই! তবে বাজারের তেলেভাজা কিন্তু একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। বাড়িতেই তাই বানিয়ে ফেলতে পারেন মনের মতো নাস্তা। আড্ডার আসর জমাতে বানিয়ে ফেলুন চিকেন সাসলিক। রইল রেসিপি। উপকরণ: ৫০০ গ্রাম মুরগির মাংস (টুকরো করে কাটা), আধ কাপ টক দই, ২টি পেঁয়াজ, ১ টেবিল চামচ আদা কুচি, ৭-৮ কোয়া রসুন, ৪-৫টি কাঁচা লঙ্কা,১ কাপ ধনেপাতা, ১ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো, ১ চা চামচ আমচুর গুঁড়ো, ৪ টেবিল চামচ মাখন, ৩-৪ টুকরো কাঠকয়লা ২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল স্বাদমতো নুনৃ প্রণালী: পেঁয়াজ, আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা ও ধনেপাতা একসঙ্গে বেটে নিন। একটি বড় বাটিতে প্রথমে ফেটানো টক দই দিন। তাতে বেটে রাখা মশলা, গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আমচুর গুঁড়ো, নুন আর সর্ষের তেল মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। তাতে মাংসের টুকরোগুলি ভাল করে মেখে ঘণ্টাখানেক ফ্রিজে রেখে দিন। তার পর মাংসের টুকরোগুলি কবাব স্টিকে গেঁথে নিন। এ বার ফ্রায়িং প্যানে মাখন গরম করে কবাবগুলি হালকা হালকা করে ভেজে নিন। কবাবগুলি একটি বাটিতে রেখে অপর একটি বাটিতে কাঠকয়লা গরম করুন। বড় বাটির মধ্যে ছোট বাটিটা রেখে তার উপরে ঘি দিয়ে চাপা দিন। রান্না করা মাংসের টুকরোর সঙ্গে কাঠকয়লার বাটি এ ভাবে অন্তত আধ ঘণ্টা রাখুন। কাসুন্দি আর মেয়োনিজের মিশ্রণের সঙ্গে পরিবেশন করুন মুর্শিদাবাদি চিকেন স্যাসলিক।

মহাকুম্ভ ২০২৫: ২৩৩টি ওয়াটার এটিএমের মাধ্যমে ৪০ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রীকে ২৪/৭ বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে

নতুন দিল্লি, ০৫ ফেব্রুয়ারি।। প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ ২০২৫-এ দেশ ও বিদেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের জন্য পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলা এলাকায় মোট ২৩৩টি ওয়াটার এটিএম স্থাপন করা হয়েছে, যা কোনও বাধা ছাড়াই ২৪ ঘন্টার জন্য চালু রয়েছে। এই ওয়াটার এটিএমগুলির মাধ্যমে তীর্থযাত্রীরা প্রতিদিন বিশুদ্ধ আরও (রিভার্স অসমোসিস) জল পাচ্ছেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এর মধ্যে ৪০ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী এই ওয়াটার এটিএম থেকে উপকৃত হয়েছেন।

তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে প্রশাসন এই ওয়াটার এটিএমগুলির মাধ্যমে বিনামূল্যে পানীয় জল বিতরণ নিশ্চিত করেছে। প্রাথমিকভাবে, এই পরিষেবাটি প্রতি লিটারে ১ টাকায় পাওয়া যেত, যেখানে তীর্থযাত্রীরা হয় কয়েন ঢোকাতে পারতেন বা আরও জলের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য ইউপিআই স্ক্যানিং ব্যবহার করতে পারতেন। তবে তীর্থযাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে বিশুদ্ধ জল পান করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে এই সেবা এখন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়াটার এটিএমে একজন অপারেটর মোতায়েন রয়েছে, যিনি নিশ্চিত করছেন যে তীর্থযাত্রীরা বোতাম টিপলেই বিশুদ্ধ জল পাবেন। এই ব্যবস্থা এটা নিশ্চিত করছে যে তীর্থযাত্রীদের জল পেতে কোনও সমস্যা নেই এবং কোনও বাধা ছাড়াই জল সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে।

মহা কুম্ভে স্থাপিত ওয়াটার এটিএমগুলি আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন, যা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং মসৃণ ব্যবস্থাসম্পন্ন। এই মেশিনগুলিতে একটি সেন্সর-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে যা কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি তাৎক্ষণিকভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম। কোনো কারিগরি ত্রুটি দেখা দিলে জল করপোরেশনের টেকনিশিয়ানরা দ্রুত তা ঠিক করে তীর্থযাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে সক্ষম। মহাকুম্ভে বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রীর আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি ওয়াটার এটিএম দৈনিক ১২ থেকে ১৫ হাজার লিটার আরও (রিভার্স অসমোসিস) জল সরবরাহ করছে। সমস্ত ওয়াটার এটিএম সিম-ভিত্তিক প্রযুক্তি সম্পন্ন, যেগুলি প্রশাসনের কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এই প্রযুক্তি মোট জল খরচ, জল স্তর ব্যবস্থাপনা, জলের গুণমান, এবং বিতরণের পরিমাণ ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম। যখনই কোনও তীর্থযাত্রী ওয়াটার এটিএম ব্যবহার করেন, তখন এক লিটার বিশুদ্ধ জল বিতরণ করা হয়, যা তারা স্পাউটের নীচে রাখা বোতলে পূরণ করতে পারেন। অতীতে কুম্ভমেলার অনুষ্ঠানে সঙ্গম ও অন্যান্য ঘাটের আশপাশে প্লাস্টিকের বোতল এবং অন্যান্য বর্জ্যের সমস্যা আরও বেড়েছিল। এ বার শুধু বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থার উপরেই নয়, পরিবেশ রক্ষার উপরেও জোর দিয়েছে প্রশাসন। মহাকুম্ভ প্রশাসন নিশ্চিত করেছে যে ওয়াটার এটিএমগুলি গোটা অনুষ্ঠান জুড়ে কোনও বাধা ছাড়াই চলবে। যে কোনও সমস্যা মোকাবিলা করতে এবং জলের এটিএমগুলিতে নিয়মিত নজরদারি করার জন্য বিশেষ প্রযুক্তিগত দল গঠন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কুম্ভ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তীর্থযাত্রীরা যাতে সহজেই পরিষ্কার পানীয় জল পেতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসন অনুরূপ রিভার্স অসমোসিস উদ্যোগের কথা বিবেচনা করছে। এই উদ্যোগটি মহা কুম্ভ ২০২৫ ইভেন্টটিকে আরও সুবিধাজনক, নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব করে তুলেছে, যা ভবিষ্যতের এই ধরণের আয়োজনের জন্য একটি ঐতিহাসিক এবং অনুকরণীয় মান স্থাপন করেছে।

পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৫

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বহু প্রতীক্ষিত পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৫ (পিপিসি ২০২৫) অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১০ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায়। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কথা বলবেন ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে, দেবেন পরীক্ষার প্রস্তুতি, মানসিক চাপ প্রশমন এবং ব্যক্তিগত স্তরে উন্নতি সম্পর্কে বিশেষ পরামর্শ।

এবছর সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পর্ষদ, সরকারি বিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, সৈনিক স্কুল, একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল, সিবিএসই এবং নবোদয় বিদ্যালয়ের ৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মনোনীত করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন প্রেরণা স্কুর কর্মসূচির প্রাক্তনী, কলা উৎসব এবং বীরগাথার বিজয়ী। এই ছাত্র-ছাত্রীদের বেছে নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার জন্য — এই সংস্করণটি হতে চলেছে ভারতের বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তির প্রকৃত প্রতিফলন।

নতুন মাত্রা যোগ করতে পিপিসি ২০২৫ একটি আকর্ষণীয় ৮টি এপিসোডের নতুন ফরম্যাট শুরু করছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপচারিতাটি সরাসরি সম্প্রচার হবে দূরদর্শন, স্বয়ম, স্বয়মপ্রভা, পিএমও ইউটিউব চ্যানেল এবং শিক্ষামন্ত্রক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলে, যাতে সারা দেশের দর্শকরা এই অভিজ্ঞতাবর্ধক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন।

পিপিসি জনআন্দোলনের রূপ নিয়েছে, আমাদের শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার দেখভাল করা হচ্ছে উল্লেখযোগ্য সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেই মতো অষ্টম সংস্করণ অর্থাৎ পিপিসি ২০২৫-এ অংশ নেবেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, যাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ভাগ করে নেবেন, জীবন এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পথ দেখাবেন পিপিসি-র পরবর্তী ৭টি এপিসোডে। এই এপিসোডগুলিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরও বেছে নেওয়া হয়েছে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় স্তরে বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা থেকে। এই এপিসোডগুলিতে যে সব বিষয়ে আলোকপাত করা হবে, সেগুলি হল :

ক্রীড়া ও শৃঙ্খলা : এম সি মেরিকম, অবনী লেখারা এবং সুহাস যতিরাজ বলবেন লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা, দৃঢ়তা এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানো নিয়ে।

মানসিক স্বাস্থ্য : দীপিকা পাড়ুকোন আলোচনা করবেন মানসিক সুস্থতা এবং নিজ বক্তব্য প্রকাশের গুরুত্ব নিয়ে।

পুষ্টি : সোনালী সাভেরওয়াল এবং রুজুতা দিভেকর স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাসের ওপর আলোকপাত করবেন এবং লেখাপড়ায় সাফল্য পেতে ভালো ঘুমের ভূমিকা নিয়ে বলবেন। রেবন্ত হিম্মতসিংকা, যিনি খাদ্য কৃষক হিসেবে পরিচিত, তিনি সুস্থ জীবনযাত্রা সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন।

প্রযুক্তি ও অর্থ : গৌরব চৌধুরী (টেকনিক্যাল গুরুজি) এবং রাধিকা গুপ্তা শিক্ষায় তৎপরতা এবং আর্থিক সাক্ষরতার জন্য প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবেন।

সৃষ্টিশীলতা এবং ইতিবাচকতা : বিক্রান্ত ম্যাসি এবং ভূমি পেডনেকর ছাত্র-ছাত্রীদের নেতিবাচক ভাবনা ঝেড়ে ফেলে কীভাবে ইতিবাচক মনোভাব নিতে হবে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেবেন।

মনোসংযোগ এবং মানসিক শান্তি : সদগুরু ছাত্র-ছাত্রীদের মনোসংযোগ এবং মন পরিষ্কার রাখার কলাকৌশল হাতে কলমে শেখাবেন।

সাফল্যের কাহিনী : ইউপিএসসি, আইআইটি-জেইই, সিএলএটি, সিবিএসই, এনডিএ, আইসিএসই ইত্যাদির মতো বিভিন্ন পরীক্ষায় শীর্ষস্থানাধিকারীদের পাশাপাশি পিপিসি-র পূর্ব সংস্ককরণে অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে পরীক্ষা পে পর্চা তাদের প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছে এবং অনুপ্রাণিত করেছে তা বর্ণনা করবেন।

২০১৮-য় শুরু হওয়া থেকে পরীক্ষা পে চর্চা একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এবছরের সংস্করণটি ৫ কোটির বেশি অংশগ্রহণকারী নিয়ে আগেকার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এপর্যন্ত এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় সংস্করণ হয়ে উঠেছে।

শিক্ষামন্ত্রক বিশেষ প্রয়াস নিয়েছে যাতে সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা এই প্ল্যাটফর্মে সুযোগ পান, পরীক্ষা পে চর্চা হয়ে উঠেছে একটি রূপান্তরকারী উদ্যোগ, যা তরুণ মনকে লালন করে এবং শিক্ষাগত সাফল্য এবং ব্যক্তিমানুষের উন্নতি ঘটাতে পথ দেখায়।

লাইভ আপডেট, অংশগ্রহণের বিবরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পাওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে যুক্ত থাকুন।

চেন্নাইয়ে নর্থ ইস্ট ইনভেস্টমেন্ট রোড শো-র উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ চেন্নাইয়ে বুধবার উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে নর্থ ইস্ট ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট রোড শো-র আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনে বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগে আগ্রহী লগ্নিকারীরা।

এই রোড শো-র উদ্বোধন করেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের 'অষ্টলক্ষ্মী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিগত ১০ বছরে এই অঞ্চলে পরিকাঠামোর উন্নয়নে বড় ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে বিমান, সড়ক, রেল ও জলপথ পরিষেবার উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যই সম্পদ ও সুযোগের নিরিখে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বলে তিনি উল্লেখ করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদানপ্রদানে এই অঞ্চলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'তে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষ জায়গা রয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে পর্যটন, কৃষি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, তথ্যপ্রযুক্তি, হস্তশিল্প কিংবা বিদ্যুৎক্ষেত্রের প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। চেন্নাইও অর্থনীতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শহর বলে শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মন্তব্য করেন।

মিজোরামের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী পু লালঘিংলোভা হমার বলেন, মাত্র ১১ লক্ষ জনসংখ্যাবিশিষ্ট ছোট্ট রাজ্য হলেও সেখানে কৃষি ও বাগিচা ক্ষেত্রের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব শ্রী চঞ্চল কুমার এবং যুগ্ম সচিব শ্রী শান্তনু অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের আওতাধীন ডিপার্টমেন্ট ফর প্রোমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড-এর পক্ষ থেকে ইউএনএনএটিআই প্রকল্পের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। এই প্রকল্প উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

রেল অবরোধ দমদম ক্যান্টনমেন্টে, চরম দুর্ভোগের শিকার যাত্রীরা

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার ব্যস্ততম সময়ে রেল অবরোধ হয় দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। আন্ডারপাস তৈরির দাবিতে রেল অবরোধ করেন স্থানীয়দের একাংশ। ফলে বনগাঁ শাখার আপ ও ডাউন ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

ঘণ্টাখানেক অবরোধ চলে। পরে রেলের কর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে আন্ডারপাস তৈরির আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে। অফিস টাইমে পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় চরম দুর্ভোগের শিকার হন যাত্রীরা।

এদিন ১১টা ১০ মিনিট থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে অবরোধ শুরু হয়। ফলে বনগাঁ শাখায় আপ ও ডাউন ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ১২টি ট্রেন দেরিতে চলে। ঘটনাস্থলে গিয়ে রেলের কর্তারা আশ্বাস দিলে ১১টা ৫০ নাগাদ অবরোধ উঠে যায়। রেল জানিয়েছে, অবরোধের জেরে পরিষেবা ব্যাহত হলেও কোনও ট্রেন বাতিল করা হয়নি। তবে ১২টি ট্রেন দেরি চলেছে।

প্রসঙ্গত, দমদম ক্যান্টনমেন্টে একটি লেভেল ক্রসিংয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্ডারপাস তৈরির দাবি করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আন্ডারপাস সম্ভব না হলেও ফুট ওভার ব্রিজ তৈরির দাবি করেছিলেন তারা। তবে কিছুই তৈরি হয়নি। তাই ট্রেন অবরোধ করেন স্থানীয়রা।

"মৌলবাদীর তাণ্ডবে আফগানিস্তান হয়ে উঠছে বাংলাদেশ ", কটাক্ষ রাধারমণ দাসের

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের কথা মনে পড়ছে। বাংলাদেশ যেন মৌলবাদীর তাণ্ডবে আফগানিস্তান হয়ে উঠছে।" চিন্ময়কৃষ্ণের গ্রেফতারি নিয়েও মুখ খুললেন গোটা পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন কলকাতা ইসকনের মুখপাত্র রাধারমণ দাস।

সংবাদমাধ্যমে তিনি বৃহস্পতিবার বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন যিনি, একদল ছাত্র বিপ্লবের নামে প্রয়াত শেখ মুজিবর রহমানের বাড়িতে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে। এই ঘটনা আমাকে বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ভাঙচুরের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশ আফগানিস্তানে পরিণত হবে বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তিনি।

চিন্ময়কৃষ্ণের গ্রেফতারি ও জামিন নিয়ে রাধারমণ দাস বললেন, "গোটা বিশ্ব দেখছে কী চলছে।"

প্রসঙ্গত, বুধবার রাত থেকে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের বাড়িতে রীতিমতো বুলডোজার চালায় 'বিপ্লবী' ছাত্ররা। বৃহস্পতিবার সকালেও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত।

লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যোগী আদিত্যনাথ সোশ্যাল মিডিয়ায় লতা মঙ্গেশকরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে লিখেছেন, মা সরস্বতীর একনিষ্ঠ ভক্ত, সুর সম্রাজ্ঞী, ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। আপনার সুর সাধনা সঙ্গীত জগতের এক অমূল্য ঐতিহ্য।

উল্লেখ্য, ভারতীয় সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ এ প্রয়াত হন। সঙ্গীতের "স্বর কোকিলা" হিসেবে পরিচিত লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

ভারত ও স্পেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পঞ্চম যৌথ কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠক নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি , ২০২৫ভারত ও স্পেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মধ্যে পঞ্চম যৌথ কর্মীগোষ্ঠী (জেডব্লুজি)-এর বৈঠক ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের যুগ্ম সচিব শ্রী অমিতাভ প্রসাদ এবং প্রতিরক্ষা নীতি মহাসচিবের কূটনীতি বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পাওলিন গার্সিয়া ডিয়েগো।

উভয় পক্ষ চলতি দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কর্মসূচি পর্যালোচনা করেছে এবং সমুদ্র ক্ষেত্র সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ কর্মসূচির পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রযুক্তি এবং অস্ত্র উৎপাদন ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধিতে জোর দিতে সম্মত হয়েছে দুই দেশ।

প্রতিরক্ষা বিমান খাতে প্রথম মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্প এয়ারবাস স্পেন এবং টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেডের সঙ্গে ঙ্খ২৯৫ প্রকল্প আরও ভারতীয় ও স্প্যানিশ কোম্পানীগুলিকে একযোগে কাজ করতে উৎসাহিত করেছে।

হাইকোর্টের নজরদারিতে চলবে আর জি কর তদন্ত

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কলকাতা হাইকোর্টের নজরদারিতেই আলিপুর আদালতে আর জি কর দুর্নীতি মামলার তদন্ত হবে বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। তবে মামলার চার্জগঠন প্রক্রিয়া ক্রমশ পিছিয়ে যাওয়ায় অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে সিবিআই।

এদিকে, আর জি কর দুর্নীতি মামলায় চার্জ গঠন প্রক্রিয়া ফের পিছিয়ে গেল। বৃহস্পতিবার শুনানির কথা থাকলেও তা হয়নি। শুক্রবার মামলাটি শুনবেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি শুভেন্দু সামন্তের ডিভিশন বেঞ্চ। তবে এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার আদালত যে পর্যবেক্ষণ সামনে এনেছে, তাতে আগামী ১৪ থেকে ১৫ দিনের আগে আর জি কর দুর্নীতি মামলার চার্জগঠন করা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন আইনজ্ঞরা। আর জি কর দুর্নীতি মামলায় চার্জ গঠনের বিরোধিতা করে সন্দীপ ঘোষ যে আবেদন করেছিলেন তা ফের খারিজ করে দিয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার ফের প্রধান বিচারপতির এজলাসের দ্বারস্থ হন সন্দীপবাবু। এরপরই প্রধান বিচারপতির নির্দেশে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি শুভেন্দু সামন্তের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেন সন্দীপ ঘোষ।

সহকর্মীদের ছুরির কোপ সরকারি কর্মীর, চাঞ্চল্য নিউটাউনে

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ছুটি নিয়ে বিবাদের জেরে রাগে সহকর্মীদের উপর ছুরি নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠল সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে। আহত হয়েছেন ৪ কর্মী। অভিযুক্তকে রাস্তায় রক্তাক্ত ছুরি নিয়ে দাপিয়ে বেড়াতেও দেখা যায়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক নিউটাউনের সরকারি কারিগরী ভবন এলাকায়। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর কমিশনারেটের টেকনো সিটি থানার পুলিশ।এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ৭৯-তম অধিবেশনের সভাপতি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি , ২০২৫ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ৭৯-তম অধিবেশনের সভাপতি ফিলেমন ইয়াং আজ (৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার সভাপতিকে ভারতে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব এমন একটি সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন আমরা রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের ৮০-তম বছর পূর্তি উদযাপন করছি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ২০২৫ সালটি রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক বিষয়ক চতুর্থ সম্মেলন এবং তৃতীয় রাষ্ট্রসংঘ মহাসাগর সম্মেলনের মতো বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এইসব অনুষ্ঠানে ভারতের সক্রিয় ও গঠনমূলক অংশগ্রহণের আশ্বাস দেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলির দ্রুত এবং ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। রাষ্ট্রপতি উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও তথ্য নির্ভর বিষয়ে জোর দেওয়ায় ও দূরদৃষ্টির জন্য ফিলেমন ইয়াং-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে আয়োজিত ভবিষ্যতের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য যে সম্মেলন হয়েছিল, তার প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত বসুধৈব কুটুম্বকম দর্শনে পরিচালিত হয়ে জাতিসংঘ সহ সমগ্র দক্ষিণ বিশ্বের সাহায্যে কাজ করে চলবে।

দুই নেতা ভারত ও ক্যামেরুনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেন। এ সম্পর্ক ক্রমশ মজবুত হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের একটি বিশেষ সম্পর্কের বন্ধন রয়েছে। ২০২৩ সালে ভারত সভাপতিত্বের দায়িত্বে থাকাকালীন আফ্রিকান ইউনিয়নকে স্থায়ী সদস্য হিসেবে জি২০-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

সংসদের চত্বরে প্রতিবাদে বিরোধীরা, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখর রাহুল-খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আমেরিকা থেকে ভারতীয় নাগরিকদের বিতাড়িত করা ইস্যুতে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার সংসদের অভ্যন্তরে ও সংসদের বাইরে বিক্ষোভ দেখান বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা প্রমুখ সংসদ চত্বরে এই ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ দেখানোর সময় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল, সপা সাংসদ ধর্মেন্দ্র যাদব, কংগ্রেস সাংসদ গুরজিত সিং আউজলা এবং আরও কয়েকজন নেতাকে প্রতীকী প্রতিবাদ স্বরূপ হাতকড়া পরতে দেখা যায়।

আমেরিকা থেকে অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের নির্বাসন প্রসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, 'অনেক কিছু বলা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী খুব ভাল বন্ধু। কেন প্রধানমন্ত্রী মোদী এমনটা হতে দিলেন? আমরা কি তাদের ফিরিয়ে আনতে আমাদের নিজস্ব বিমান পাঠাতে পারতাম না? মানুষের সঙ্গে কি এমন আচরণ করা উচিত?' বিদেশমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর উত্তর দেওয়া উচিত।'

লুকোচুরি শেষ, দক্ষিণ দিনাজপুরে গ্রেফতার ভুয়ো নথি তৈরি চক্রের পান্ডা

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দক্ষিণ দিনাজপুরে পুলিশের হাতে গ্রেফতার ভুয়ো নথি তৈরি চক্রের পান্ডা। ধৃতের নাম কাজল দাস (৩০)। সে হিলি থানার ধলপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের লালপুরের বাসিন্দা। কাজল পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক। বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। অভিযোগ, বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশকারীদের সে ভুয়ো নথি তৈরি করে দিত। ভুয়ো আধার কার্ডের পাশাপাশি একাধিক জাল নথি তৈরির করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে।

নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে অখিলেশের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বিজেপি, বিঁধলেন সম্বিত

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র। অখিলেশ যাদবকে ক্ষমা চাইতে বললেন সম্বিত। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে অখিলেশ বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশন মৃত! তাদের সাদা কাপড় উপহার দিতে হবে।'

এই মন্তব্যের সমালোচনা করে সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'সংসদ অধিবেশন শুরু হতে না হতেই, সমাজবাদী পার্টি সমস্ত মর্যাদা ভেঙে দিয়েছে। এমন অপকর্ম ভারতের সংসদীয় কার্যক্রমে এখনও পর্যন্ত ঘটেনি। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং একে মৃত বলা এবং এর জন্য কফিন দেওয়া গণতন্ত্রের ওপর আঘাত। বিজেপি দাবি করে, অন্যান্য বিরোধী দলগুলির অবস্থান পরিষ্কার হওয়া উচিত এবং সমাজবাদী পার্টি এবং অখিলেশ যাদবের সংসদে এই অপকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, আমেরিকা থেকে নির্বাসন প্রসঙ্গে মন্তব্য কল্যাণের

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের নির্বাসনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, এটা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের নির্বাসন প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'সাধারণত, আমরা বিদেশী বিষয়ে কথা বলি না, তবে যেভাবে তাঁদের হাতকড়া পরিয়ে নির্বাসিত করা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, ভারত সরকারের ভিন্নমত প্রকাশ করা উচিত।'

খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে দুদিনব্যাপী কারু শিল্প সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ ফেব্রুয়ারি: খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির হল ঘরে দুদিন ব্যাপী কারু শিল্প সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। খোয়াই হস্তশিল্প ক্লাস্টারে সিএইচসিডিএস প্রকল্পের অধীনে দুদিন ব্যাপী কারুশিল্প সচেতনতা প্রোগ্রাম আয়োজিত হয় খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী অনুকূল চন্দ্র দাস, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন টিংকু ভট্টাচার্য, মিলন তন্তুবায় সমবায় সমিতির সভাপতি বিজয় কুমার দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে এই দুদিন ব্যাপী কারুশিল্প সচেতনতা প্রোগ্রাম এর সূচনা হয়।

নতুনভাবে সাজছে বিশালগড়ের মহকুমা কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ ফেব্রুয়ারি: বৃহস্পতিবার বিকেল চারটার সময় সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জাসোয়াল বিশালগড় মহকুমা কার্যালয় পরিদর্শনে আসেন। আর ডি ইঞ্জিনিয়ার সহ উপস্থিত বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী, ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস, ধূপদি দেববর্মা ও পালেমা সাহা সকলে মহকুমা কার্যালয় ঘুরে দেখেন। বিশালগড় মহকুমা কার্যালয়ে পুরাতন বিল্ডিং ভেঙ্গে নতুন বিল্ডিং তৈরি করা হবে। অতি শীঘ্রই নতুন বিল্ডিং এর কাজ শুরু হয়ে যাবে। ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ হয়েছে বলে জানান বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী। মহকুমা কার্যালয়ের পেছনে যতগুলি বিল্ডিং রয়েছে সেই বিল্ডিং গুলিও মেরামতের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাছাড়াও মহকুমা কার্যালয়ে গাঁদা ফুলের বাগান দেখে মুগ্ধ হন সিপাহীজলা জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল। এছাড়াও একটি নতুন বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছিল গত ২৩-২৪ ইং সালে। সে বিল্ডিংয়ে বর্তমানে ডিসিএম,বিশালগড় তহশিল এবং জুডিশিয়াল সেকশনের সকলেই কাজ করেছেন। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে কাজ শুরু করার পরামর্শ দেন জেলাশাসক। বিশালগড় মহকুমা অফিস নতুনভাবে সুসজ্জিত করা হবে বলে জানান রাকেশ চক্রবর্তী। দ্বিতল বিশিষ্ট নতুন কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হবে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। পিআরটিসি, আধার, ফুড সেকশন আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করা থাকবে।

অপরিহার্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ভূমিকা রয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইন ও শাসনের ক্ষেত্রে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপুরা ক্যাম্পাস আইনী গবেষণা ও উন্নয়নের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে। ইতিমধ্যেই এই কাজ শুরু হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। রাজ্যে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আইন শিক্ষা, গবেষণা এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যে দৃঢ় অঙ্গীকার তা প্রতিফলিত করে। রাজ্য সরকার জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরার উন্নয়নে সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার জাতীয় আইন বিশ্ব বিদ্যালয়, ত্রিপুরাকে তার লক্ষ্য অর্জনে আর্থিক, প্রশাসনিক এবং নীতিগত সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপুরা ক্যাম্পাসের ভূমিপূজন অনুষ্ঠান একটি ভবন নির্মাণের সূচনা নয় জ্ঞান, ন্যায়বিচার এবং সমাজের সেবায় সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত হবে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস অপরেশ কুমার সিং বলেন, জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের জন্য একটি গর্বের প্রতিষ্ঠান। রাজ্যে আইন শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরার উপাচার্য যোগেশ প্রতাপ সিং।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কল্যাণপুরে বিশেষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: বাল্যবিবাহ রোধে এবং কন্যা সন্তান এর উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য দশ বছর আগে ১৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প। এই প্রকল্পের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর লোটাস কমিউনিটি হলে এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান এর উদ্বোধন করেন কল্যাণপুর এর বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এই অনুষ্ঠান এর উদ্যোক্তা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট।

মূলত বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের জন্য প্রত্যেক স্কুলে যে বালিকা মঞ্চ গঠন করা হয়েছে এবং শিক্ষক দের যে কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে তার মেন্টর এবং ছাত্রী দের নিয়ে বৃহস্পতিবারের আলোচনা সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক সুমিত পান্ডে, তেলিয়ামুড়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট এর প্রটেকশন অফিসার সংগীতা দেবনাথ প্রমুখ। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন বাল্য বিবাহ এক সাংঘাতিক সামাজিক ব্যাধি। অসচেতন অভিভাবক দের জন্যই অনেক ক্ষেত্রে এই ঘৃণ্য কাজ হয়।

তিনি অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন করার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন বাল্য বিবাহের মতো দুঃখজনক আর কিছু হয় না। দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে তিনি বলেন মোদীজি দায়িত্ব নেবার পর থেকে শুধু শিশু নয় মহিলাদের সর্বোচ্চ সুরক্ষার জন্য রাজ্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন কন্যা শিশু দের বাল্য বিবাহ রোধে এবং তাদের পড়াশোনায় উদ্বুদ্ধ করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা শিক্ষক দের। তারাই অভিভাবকদের ও সচেতন করতে পারেন। এক শ্রেণীর অভিভাবক এই যুগেও কন্যা সন্তান কে এক প্রকার বোঝা ভেবে কোনোক্রমে বিয়ে দিয়ে মুক্তি লাভ করতে চান। এর ফল হয় ভয়াবহ। কারণ বাল্য বিবাহের পরে ওই কন্যা সন্তান এর গর্ভ ধারণের সময় মৃত্যু থেকে আরো মারাত্মক কিছু হতে পারে। বাল্য বিবাহের ফলে কয়েকটি প্রজন্ম নষ্ট হয়ে যায় বলে বিধায়ক মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন এই সংবেদনশীল বিষয় কে শুধু আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে কোন ভাবেই চলবে না। এটাকে চারিদিকে সচেতনতা মূলক বার্তা হিসাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে আইনের ভয় ও দেখাতে হবে। সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস বলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার সংখ্যালঘু মেয়ে জোৎস্না আখতার নিজের বিয়ে রুখে দিয়ে আজ সারা রাজ্যে নিজের পরিচিতি জানান দিয়ে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছে। আজ সেই মেয়ে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এর অন্যতম একটি মুখ। বৃহস্পতিবার একটি প্রচার গাড়ির ও উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এই গাড়ি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বিষয়ে সারা জেলায় প্রচার চালাবে।

সক্ষম হবেন ঃ কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নাথ, বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস, বিধায়ক যাদবলাল নাথ, বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক ড. এ কে মহান্তি, উদ্যানপালন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা পি বি জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। কৃষকদের কল্যাণে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ রাজ্যের প্রান্তিক জনপদের কৃষকদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আগামী ৩ বছরের মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলাকে কৃষিক্ষেত্রে একটি অগ্রণী জেলা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেন। কৃষি বিজ্ঞান মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের স্টল খোলা হয়। কৃষিমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ স্টলগুলি পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে কৃষকদের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি, উন্নত বীজ ও চারা বিতরণ করা হয়। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে ৫ জন কৃষককে কৃষক সম্মান দেওয়া হয়।

অন্তবর্তী সরকার

● প্রথম পাতার পর

এক আঘাত করে চলছেন। তার এই সহিংস আচরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ৩২ নম্বরের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। অন্তর্বর্তী সরকার দেশ ও জনগণের জানমালের রক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্ক আছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সর্বাত্মকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার যথাযথ চেষ্টা করছে। মানবতাবিরোধী অপরাধে একজন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি শেখ হাসিনা বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়ানো সম্ভব বলেও এতে উল্লেখ করা হয়। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে দেশত্যাগ করে ভারতে অবস্থান করছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশটির প্রতি আশা প্রকাশ করে অন্তর্বর্তী সরকার বলছে, ভারত যেন তার ভূখণ্ডকে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে এমন কাজে ব্যবহৃত হতে না দেয় এবং শেখ হাসিনাকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ না দেয়। অন্তর্বর্তী সরকার ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না। বিবৃতিতে জানানো হয়, জুলাই হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত ছিল, তাদের বিচারকাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এই বিচার নিশ্চিত করে গণহত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কী কী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা সরকার খতিয়ে দেখবে।

এডিসি ভিলেজের মানুষ

● প্রথম পাতার পর

ভিলেজ। শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরে হীরাছড়া এডিসি ভিলেজটি অবস্থিত। এই হীরাছড়া এডিসি ভিলেজের তিন নং ওয়ার্ড এলাকায় প্রায় তিনশো পরিবারের বসবাস রয়েছে। এই তিনশো পরিবারের ৯০ শতাংশই চা বাগান শ্রমিক। দীর্ঘদিন ধরে হীরাছড়া এডিসি ভিলেজের তিন নং ওয়ার্ড এলাকায় পানীয়জলের সমস্যা রয়েছে। গ্রামবাসীরা জানান যে, পানীয়জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য গ্রামবাসীরা দফায় দফায় স্থানীয় এডিসি ভিলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে এবং স্থানীয় মহকুমা প্রশাসনের সাথে আলোচনা করার পর বিগত তিন বছর পূর্বে জল জীবন মিশনের মাধ্যমে স্থানীয় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধি দপ্তরের পক্ষ থেকে হীরাছড়া এডিসি ভিলেজের তিন নং ওয়ার্ড এলাকায় পাম্প মেশিন বসানো হয়েছিলো। এবং গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে জলের পাইপ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এমনকি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে জলের পাইপ ঢুকিয়ে পাকার স্থায়ী জলের পয়েন্টও তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিন বছর পূর্বে গ্রামে পাম্প মেশিন বসানো হলেও আজ অব্দি পাম্প মেশিন চালু হয়নি এবং গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়নি। এব্যাপারে গ্রামবাসীরা কয়েকবার স্থানীয় প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের জানালেও আজ অব্দি কোনো ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে জানান গ্রামবাসীরা। তবে, হীরাছড়া এডিসি ভিলেজের তিন নং ওয়ার্ড এলাকায় তিন বছর পূর্বে পাম্প মেশিন বসানোর পর পাম্প মেশিন চালু করা হয়নি বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করলেও এব্যাপারে স্থানীয় পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধি দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস জানান যে, গ্রামবাসীদের এই অভিযোগ সঠিক নয়। কারন, তিন বছর পূর্বে পাম্প মেশিন বসানোর পর প্রায় দেড় বছর পাম্প মেশিন চালু ছিলো এবং প্রতিটি বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে পানীয়জল সরবরাহ করা হত। কিন্তু দেড় বছর ট্রায়াল রানের মধ্যে পাম্প মেশিন চলাকালীন হঠাৎ পাম্প মেশিনের মোটর নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি মোটর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই পাওয়ারফুল মোটর ত্রিপুরা রাজ্যে তৈরি হয়না এবং ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়া যায় না। এটি গুজরাট রাজ্যে তৈরি হয়। তাই এই পাওয়ারফুল মোটরটি গুজরাট রাজ্য থেকে আনতে হয়। ইতিমধ্যেই দপ্তরের মাধ্যমে গুজরাট থেকে মোটরটি আনার প্রয়াস চলছে। আগামী একমাসের মধ্যে মোটরটি আসবে এবং আগামী এক মাসের মধ্যে হীরাছড়া এডিসি ভিলেজের তিন নং ওয়ার্ডের পাম্প মেশিন চালু করে প্রতিটি বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে পানীয়জল সরবরাহ করা হবে বলে জানান এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস।

চোরা পথে বার্মিজ সুপারি রাজ্যে প্রবেশ করছে, বিপদ ডেকে আনছে বাগান চাষীদের

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী: উত্তর জেলার বিভিন্ন আন্ত:রাজ্য সীমান্ত দিয়ে ব্যাপক হারে বার্মিজ সুপারী রাজ্যে প্রবেশ করছে। এই অবৈধ বার্মিজ সুপারি আমদানি বাণিজ্যের সাথে শাসক বিজেপি দলের একটি অসাধু চক্র জরিত রয়েছে বলে অভিযোগ। কিন্তু তাতে রাজ্যের আম কৃষকদের বিপদ ডেকে আনছে। প্রসঙ্গত, এক সময়ে রাজ্য স্থানীয়ভাবে দেশী সুপারি উৎপাদিত হত। দেশী সুপারি উৎপাদন এবং বিক্রি করে বহুমানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকত। রাজ্যের বেকার যুবকদের ও রোজগারের অন্যতম উপায় ছিল সুপারি চারা উৎপাদন এবং বিক্রি। কিন্তু বর্তমানে সুপারি চাষে ক্রমশ উৎসাহ হারাচ্ছে বেকার যুবক থেকে শুরু করে বড় সুপারি উৎপাদকরা। অথচ কয়েক বৎসর আগেও সুপারি উৎপাদনে প্রতিযোগিতা চলতো। সাধারণ বেকার যুবক থেকে শুরু করে কৃষকরা সুপারি চাষে মনোযোগী ছিল। তাদের উৎপাদিত সুপারি দাম ছিল সন্তোষজনক। কৃষক যুবকরা সুপারি বাগানে উৎসাহী ছিল যথেষ্ট পরিমানে। বর্তমানে বার্মিজ সুপারী সহজ লব্য হওয়ার কারণে বাজারে প্রচণ্ডভাবে স্থানীয় সুপারি উৎপাদন মার খাচ্ছে বার্মিজ সুপারি হাতের নাগালের মধ্যে আসার কারণে রাজ্যের সুপারি আর ক্রেতাদের মন টানছে না। দেশীয় সুপারি রপ্তানির ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা সমস্যা। এক সময়ে আসামে প্রচুর রাজ্যের সুপা রি রপ্তানি হত। কিন্তু বর্তমানে আসামে ত্রিপুরার উৎপাদিত সুপারি নিয়ে যেতে উৎপাদ দের বহু ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে।তাছাড়া আসামে আগের মত ত্রিপুরার সুপারির চাহিদা নেই। অথচ একটা সময় ত্রিপুরা রাজ্যের উৎপাদিত সুপারির একটা বড় বাজার ছিল। শিলচর, করিমগঞ্জ, বদরপুর সহ আসামের বেশ কয়েকটি এলাকায় রপ্তানি হত। কিন্তু বর্তমানে বার্মিজ সুপারির দৌলতে রাজ্যের সুপারির চাহিদা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কয়েক বৎসর আগেও বহিরাজ্যের সুপারি পাইকাররা রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে বাগান ঘুরে ঘুরে বাগানচুক্তি সুপারি ক্রয় করে নিয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে বার্মিজ সুপারি আসার ফলে বহি:রাজ্যের পাইকারি ব্যবসায়ীরা আগের মত আসছে না। ফলে চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে। বহু বাগানে সুপারি বিক্রি না হয়ে গাছের নিচে পড়ে শুকাচ্ছে। এ নিয়ে সুপারি চাষিদের মনে চরম হতাশার জন্ম হয়েছে। রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ের মানু ষের জীবিকা সুপারির উপর নির্ভরশীল ছিল। এখন আঘাত এসেছে। রাজ্যে ব্যাপক হারে বার্মিজ সুপারি ঢুকছে।এতে উত্তর জেলার আর্থ সামাজিক অবস্থার অবস্থার উপর ভয়ঙ্করভাবে প্রভাব পড়ছে।

করল পড়ুয়ারা

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পূজার পুরোহিত চন্ডী ভট্টাচার্য লক্ষ্য করেন পূজার জন্য কাটা ফলগুলোতে অন্য ধর্মের ছাত্রছাত্রীদের স্পর্শ লাগে। তিনি যথারীতি সেই কাটা ফলগুলো ফেলে দেন। এই নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টি বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে অবগত করানো হলে তিনি বাইরের কিছু ব্যক্তিবর্গকে ফোন যোগে ঘটনাটি জানান।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরের কিছু উশৃঙ্খল ব্যক্তিবর্গ স্কুলের ভিতরে প্রবেশ করে ছাত্রদের মারধর করে। এতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিষয়টি জানান এবং এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চেয়ে একদিনের সময় বেঁধে দেন। কিন্তু উক্ত ঘটনার দুই দিন অতিবাহিত হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন সুষ্ঠু বিচার না পেয়ে বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় চড়িলাম আড়ালিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের ভিতরে শিক্ষক শিক্ষিকাদের তালা ঝুলিয়ে রাখে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান পুলিশ বাহিনী। পুলিশ গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলে সঠিক তদন্তের আশ্বাস দিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের তালা বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করেন।

গুলিবিদ্ধ যুবক

● প্রথম পাতার পর

কুলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে সে কুলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

মুখ্য বিচারপতি

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষকতা অনুষদ, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য মানবসম্পদ, যাকে তিনি 'সফওয়্যার' বলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিচারপতি সিং উল্লেখ করেছেন যে এনএলইউ ত্রিপুরা সফলভাবে উভয়ই অর্জন করেছে। তাঁর কথায়, "আজ, আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে ত্রিপুরার একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষকতা অনুষদ রয়েছে এবং এনএলইউ ত্রিপুরার প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যাচগুলি ব্যতিক্রমীভাবে ভালো পারফর্ম করছে। সেমিস্টারগুলি সময়মতো চলছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি তার প্রাথমিক বছরগুলিতে থাকা সত্ত্বেও, দ্বিতীয় ব্যাচেও পূর্ণ ভর্তি হয়েছে।' তিনি এই সাফল্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের সাথে জড়িত প্রত্যেককে কৃতিত্ব দেন। বিচারপতি আরো বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রী এবং ত্রিপুরা সরকারের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের দল, মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহার নেতৃত্বে, গিট্টে, রাভালের মতো কর্মকর্তাদের এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রকৌশলীদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তারা এনএলইউ ত্রিপুরাকে জাতীয় ভূদৃশ্যে আনার পরিকল্পনাটি কল্পনা করেছেন এবং সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়ন করছেন।' বিচারপতি সিং আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে অদূর ভবিষ্যতে, এনএলইউ ত্রিপুরা এনএলএসআইইউ ব্যাঙ্গালোর এবং এনএলইউ দিল্লির মতো সম্মানিত প্রতিষ্ঠানের সমান হবে।তিনি তার সহকর্মীদের প্রতি আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, 'আমি আমার সহকর্মী বিচারপতি, বিচারপতি গৌড়, বিচারপতি লোধ, বিচারপতি পুরাক্যস্থ এবং বিচারপতি পালিতের প্রতি তাদের অটল সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞ। গভর্নিং বডির সদস্যরা এবং বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেল সবকিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানটি যাতে ভালোভাবে এগিয়ে যায় তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।' অভিভাবকদের আস্থার স্বীকৃতি জানিয়ে তিনি বলেন , "তামিলনাড়ু, দিল্লি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো দূরবর্তী রাজ্যগুলির পাশাপাশি ত্রিপুরার অভিভাবকদের পক্ষে তাদের সন্তানদের দেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো সহজ নয়। তবে, অনুষদ, পরিচালনা পর্ষদ এবং রাজ্য সহায়তার দ্বারা তৈরি আস্থার কারণে, এনএলইউ ত্রিপুরা তার চিহ্ন তৈরি করতে শুরু করেছে।" শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বিচারপতি সিং প্রতিষ্ঠান গঠনে তাদের ভূমিকা তুলে ধরে বলেন, "প্রথম দুটি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের সাক্ষী। পাঁচ বছরে যখন তারা স্নাতক হবে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হবে এবং এর একাডেমিক উৎকর্ষতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হবে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে এনএলইউ ত্রিপুরার শিক্ষার্থীরা সমাজ এবং জাতি গঠনে অপরিসীম অবদান রাখবে।" এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ। তিনি তাঁর পিতা প্রয়াত অ্যাডভোকেট অপাংশু মোহন লোধের সম্মানে ত্রিপুরার জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় (এনএলইউ ত্রিপুরা) -এ একটি অনুদান ঘোষণা করেছেন এদিন। এনএলইউ ত্রিপুরার স্থায়ী ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি প্রতিষ্ঠানের সাথে তার দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক এবং আইনি শিক্ষার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এনএলইউ ত্রিপুরার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা এবং প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংহের সমর্থনের কথা স্বীকার করে তিনি ঘোষণা করেন, 'আমার প্রসিদ্ধ পিতার স্মরণে, আমরা এনএলইউ ত্রিপুরায় একটি স্মারক বক্তৃতা সিরিজের তহবিলের জন্য ৮ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করেছি।' তিনি আরো বলেন যে বক্তৃতাগুলি তার পিতার উত্তরাধিকারকে সম্মান করার সাথে সাথে একাডেমিক আলোচনাকে উৎসাহিত করবে। তিনি আরো বলেন'আইন ক্ষেত্রে একজন দক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে, উনার বাবা ১৯৬০ সালে ত্রিপুরা টাইমস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ত্রিপুরা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

হাতে আক্রান্ত পিতা

● প্রথম পাতার পর

বোতল দিয়ে মাথায় পর পর আঘাত করে। জানা যায়, দুরাই শিববাড়ী পঞ্চায়েতের কাইমাছড়া গ্রামের সিং ভূমিজ পাড়ার বাসিন্দা গোবিন্দ সিং ভূমিজের ৮/৯ কানি রাবার বাগান রয়েছে। এই রাবার বাগান লিখে দেওয়ার জন্য ছেলে রবি সিং ভূমিজ প্রায় সময় পিতার উপর চাপ দিতে থাকে। এনিয়ে পিতা গোবিন্দ সিং ভূমিজ ও ছেলে রবি সিং ভূমিজের মধ্যে ঝগড়া লেগে থাকতো। বুধবার রাত ৯ টা নাগাদ রবি সিং ভূমিজ মদমত্ত অবস্থায় একটি মদ ভর্তি কাঁচের বোতল নিয়ে ঘরে এসে পিতা গোবিন্দ সিং ভূমিজের সাথে জমি নিয়ে ঝগড়া শুরু করে। একটা সময় পিতার উপর চড়াও হয়ে মদের বোতল দিয়ে মাথায় পর পর আঘাত করে। পিতা গোবিন্দ সিং ভূমিজ রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এলাকার লোকজন কমলপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় গোবিন্দ সিং ভূমিজকে প্রথমে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। উনার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক উনাকে জেলার কুলাই হাসপাতালে রেফার করে দেন। বর্তমানে কুলাই হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন পিতা।

ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

পরম্পরায় এখানে নিজের পারিবারিক ব্যবসা করছেন। জাতি- উপজাতি নির্বিশেষে অনেকেরই দৈনিক রোজগারের ব্যবস্থা রয়েছে এই বাজারে, হঠাৎ করে বাজার ভেঙে দিলে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম দুর্দশায় পড়তে হবে। তাই তারা প্রথমে বিকল্প ব্যবস্থা করে তারপর বাজার উন্নয়নের কাজ শুরু করার দাবি জানান।

ব্যবসায়ীরা আরও জানান, তারা আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করজোড়ে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তারা আশা করছেন, সরকার তাদের মানবিক দিকটি বিবেচনা করে একটি সুষ্ঠু সমাধান বের করবে।

প্রতিবাদ বিরোধীদের

● প্রথম পাতার পর

লোকসভার অধিবেশন। পুনরায় অধিবেশন শুরু হবে ৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ। আমেরিকা থেকে ভারতীয় নাগরিকদের বিতাড়িত করা ইস্যুতে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার সংসদের অভ্যন্তরে ও সংসদের বাইরে বিক্ষোভ দেখান বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা প্রমুখ সংসদ চত্বরে এই ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ দেখানোর সময় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল, সপা সাংসদ ধর্মেন্দ্র যাদব, কংগ্রেস সাংসদ গুরজিত সিং আউজলা এবং আরও কয়েকজন নেতাকে প্রতীকী প্রতিবাদ স্বরূপ হাতকড়া পরতে দেখা যায়। আমেরিকা থেকে অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের নির্বাসন প্রসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, 'অনেক কিছু বলা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী খুব ভাল বন্ধু। কেন প্রধানমন্ত্রী মোদী এমনটা হতে দিলেন? আমরা কি তাদের ফিরিয়ে আনতে আমাদের নিজস্ব বিমান পাঠাতে পারতাম না? মানুষের সঙ্গে কি এমন আচরণ করা উচিত?' বিদেশমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর উত্তর দেওয়া উচিত।' সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'যারা ভারতকে বিশ্বগুরু বানানোর স্বপ্ন দেখাচ্ছিল, তাঁরা এখন নীরব কেন? ভারতীয় নাগরিকদের ক্রীতদাসের মতো হাতকড়া পরিয়ে এবং অমানবিক অবস্থায় ভারতে নির্বাসিত করা হয়। বিদেশ মন্ত্রক কী করছে? সরকার শিশুদের এবং মহিলাদের রক্ষা করার জন্য কী করেছে? আমরা এই বিষয়ে সংসদে আলোচনা চাই।

করলেন মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর পৌঁছানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশে নিপুণ ত্রিপুরা মিশন সুনাম অর্জন করেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারা তৈরিকৃত টিএলএম প্রদর্শনী স্টলগুলি পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষা দপ্তরের সাফল্য সম্বলিত একটি পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে নিপুণ ত্রিপুরা মিশন নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের সাফল্য সম্পর্কিত একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়। তাছাড়াও টিএলএম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য জেলা, ব্লক এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিক, জেলা প্রতিনিধিদের পুরস্কৃত করেন উপস্থিত অতিথিগণ। পুরস্কার প্রদান পর্বে, টিএলএম ছাড়াও আমতলী বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়কে ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি অ্যান্ড নিউমারেসি ক্ষেত্রে বিশেষ অনুসন্ধানমূলক কাজ এবং ৩৬০ ডিগ্রি হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের জন্য বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসসিইআরটি অধিকর্তা এল দার্লং।

'বিজনেস কনক্লেভ-২০২৫'

● আটের পাতার পর আগামীকাল রাজ্যে 'স্কিল-উদয় তৎনাই' কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আগামীকাল সকালে নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে 'স্কিল-উদয় তৎনাই' কর্মসূচির সূচনা করবেন। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জানান, 'স্কিল-উদয় তৎনাই' নামটি ইংরেজী, বাংলা ও ককবরক ভাষার সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে রাজ্যের স্কুল ও কলেজ স্তরের ৮০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর ফলে উপকৃত হবে যুব সমাজ। তিনি জানান, ক্যারিয়ার গাইডেন্স কর্মসূচিতে সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে ৯৮৩টি স্কুলে ৭৫ হাজার ছাত্রীকে সহায়তা করা হবে, যাতে তারা সঠিক পেশা চয়ন করতে পারে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হন। স্কিল ত্রিপুরা এমআইএস পোর্টাল দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগগুলির কেন্দ্রভূত তথ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে। মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে উপযুক্তদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর করার কথাও শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী উল্লেখ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের অধিকর্তা মহম্মদ সাজ্জাদ পি উপস্থিত ছিলেন।

নাজেহাল জনগণ

● আটের পাতার পর ছড়াচ্ছে সংশ্লিষ্ট জায়গায়। দুর্গন্ধ ছড়ানো আটকাতে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও কাজ হচ্ছেনা কিছুই। মাছ-মাংসের বাজার অন্যত্র স্থানান্তর করলে এই সমস্যা থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব বলে জানান তিনি।

শুধু তাই নয়, এই বাজারের পাশেই রয়েছে দেও নদী। বাজারের সমস্ত নোংরা আবর্জনা প্রতিনিয়তই ফেলা হচ্ছে সেই নদীতে। এতে করে আবর্জনা পচে বাতাসে যেমন ছড়াচ্ছে দূর্গন্ধ তেমনি দূষন ছড়াচ্ছে নদীর জলেও। বছরের পর বছর ধরেই এই সমস্যায় ভূগতে হচ্ছে আমজনতাকে। স্থানীয়রা চাইছেন এই সমস্যার সমাধানে অতিসত্তর হস্তক্ষেপ করুক কুমারঘাট পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষ।

AFFIDAVIT

I, SMT. RAJASHREE SAHA, W/o Sri Debabrata Ray, D/o Late Rakhal Chandra Saha resident of 28, NS Road, Agartala, P.O. Agartala, P.S. West Agartala, District West Tripura, Pin-799001 do hereby declare that I have changed my name from RAJASHREE SAHA to RAJASHRI RAY and henceforth I shall be known as RAJASHRI RAY in all purpose, vide affidavit no. IN-TR32467861133003X sworn before the Notary Public at Agartala, West Tripura on 5th February 2025. RAJASHRI RAY and RAJASHREE SAHA both are the same and one identical person.

াঙ্গন

আমন্ত্রণমূলক সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে জয় দিয়ে অভিযান এগিয়ে চলো সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। চমৎকার ভাবেই ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত আমন্ত্রণ মূলক সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের লড়াই শুরু করল এগিয়ে চলো সংঘ। বামুটিয়া তালতলা স্কুল মাঠে বৃহস্পতিবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামে নিউ প্লে সেন্টার ও এগিয়ে চলো সংঘ। জয় দিয়ে নিজেদের অভিযান শুরু করার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই এদিন দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়। কিন্তু এক দিবসীয় ম্যাচে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত দেখালো এগিয়ে চলো সংঘের ক্রিকেটাররা। ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ নয় উইকেটে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ নিউ প্লে সেন্টারকে। সকালে নিউ প্লে সেন্টার টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের আগেই সবকটি উইকেট হারিয়ে তুলে মাত্র ৮৯ রান। তাও আবার এগিয়ে চলো সংঘের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩১ রানের সাহায্যে। নিউ প্লে সেন্টারের পূর্বা চৌধুরী, দিয়া দত্ত ও শ্রাবন্তী চৌধুরী এক অংকের রানের গণ্ডি অতিক্রম করলেও আর কোন ব্যাটসম্যানের পক্ষেই তা সম্ভব হয়নি। এগিয়ে চলো সংঘের সেবিকা দাস মাত্র ৬ রানের বিনিময়ে একাই তুলে নেয় পাঁচটি উইকেট। জবাবে জয়ের জন্য ৯০ রানে টার্গেট নিয়ে মেলার মাঠের এগিয়ে চলো সংঘ ব্যাট করতে নেমে মাত্র একজন ব্যাটসম্যান কে হারিয়ে ৯৩ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। ওপেনিং জুটির দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে মৌচৈতি দেবনাথ ৩১ রানে সাজ ঘরে ফিরে গেলেও তানিশা দাস ৪৫ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করেই মাঠ ছাড়ে।

ক্রিকেট অনুরাগীকে হারিয়ে জয়ে ফিরলো প্রগতি পি সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শ্রেষ্ঠাংশু দেবের দায়িত্বশীল ব্যাটিং এবং রাজদীপ দেবের দুরন্ত বোলিংয়ে জয় ফিরলো প্রগতি প্লে সেন্টার। পরাজিত করলো ক্রিকেট অনুরাগীকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। শুক্রবার ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রগতি প্লে সেন্টার প্রথম ব্যাট নিয়ে ২৬৮ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার শ্রেষ্ঠাংশু দেব ১০৩ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৬, যশ দেববর্মা ৪১ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫, রাহুল মিঁয়া ৩১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, দিব্যজ্যোতি বনিক ৩৫ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং দেবপ্রিয় দে ৩৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৭ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৬ রান। জবাবে খেলতে নেমে প্রগতির বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণে ১৩৭ রানে গুটিয়ে যায় ক্রিকেট অনুরাগী। দলের পক্ষে স্বর্নাভ সাহা ৩৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২৫, বিনীত দাস ৩৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২৪ এবং বিজয় যাদব ৫৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২৪ রান করে। প্রগতির অনিকেশ বিশ্বাস ২২ রানে এবং রাজদীপ দেব ৪২ রানে চারটি করে উইকেট দখল করে।

বারবাটির টিকিট কাউন্টারের সামনে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, আহত একাধিক

বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামের সামনে। ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচের টিকিট বিক্রিকে কেন্দ্র করে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বুধবার। উৎসাহী ক্রিকেটপ্রেমীদের ভিড় সামলাতে নাজেহাল অবস্থা হয় পুলিশ কর্মীদের।

বুধবার স্টেডিয়ামের টিকিট কাউন্টার খোলার অনেক আগে থেকে কয়েক হাজার ক্রিকেটপ্রেমী লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন। অনেকে রাতেই চলে এসেছিলেন। নির্দিষ্ট সময় কাউন্টার খুলতেই শুরু হয়ে যায় হুড়োহুড়ি। টিকিট কিনতে আসা মানুষদের একাংশ লাইন ভেঙে কাউন্টারের সামনে যাওয়ার চেষ্টা করেন। শুরু হয় প্রবল ধাক্কাধাক্কি। তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। পরিস্থিতি এক রকম পুলিশ কর্মীদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

কাউন্টার খোলার কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। ধাক্কাধাক্কির ফলে বেশ কয়েক জন রাস্তায় পড়ে যান। তাঁদের অনেকে আহত হয়েছেন। ভিড়ের চাপে কয়েক জন অচেতনও হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি আঁচ করে ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশই ভিড় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। তাঁদের অভিযোগ, কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রির কথা আগে জানানো হলেও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়নি। ভিড় সামলানোর মতো যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ কর্মীও ছিল না। ওড়িশার ক্রিকেট কর্তা এবং প্রশাসনিক কর্তাদের পরিকল্পনার অভাবকে দুষেছেন তাঁরা।

পাঁচ বছর পর বারবাটি স্টেডিয়ামে খেলবেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের খেলা দেখার জন্য প্রবল উৎসব হয়েছে কটক এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। টিকিটের প্রবল চাহিদার কথা জানতেন ওড়িশার ক্রিকেট কর্তারাও। বিষয়টি অজানা ছিল না স্থানীয় প্রশাসনেরও। মঙ্গলবার রাত থেকে স্টেডিয়ামের সামনে ভিড় জমতে শুরু করার পরও কেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বুমরা না খেললে ভারতের সম্ভাবনা ৩০-৩৫ ভাগ কমে যাবে

২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনালে সেঞ্চুরি করে যিনি ম্যাচসেরা হয়েছিলেন, সেই ফখর জামানকে মাত্র ৩ রানে ক্যাচ বানালেও 'নো' বলের জন্য আক্ষেপে পুড়তে হয়েছিল বুমরাকে। আট বছর পর সেই বুমরা এখন অনেক পরিণত। বোলিংয়ে দলকে একাই জিতিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

কিন্তু ৩১ বছর বয়সী পেসার চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতে পারবেন কি না, এখনো নিশ্চিত নয়। ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার, সাবেক কোচ ও ধারাভাষ্যকার রবি শাস্ত্রী মনে করেন, বুমরা না থাকলে ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ কমে যাবে।

২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখা বুমরা কয়েক বছর ধরেই ভারতের বোলিং আক্রমণের প্রধান শক্তি। এর মধ্যে ২০২৪ সালে ছিলেন সেরা ফর্মে। জুনে ভারতের টি---টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে ভূমিকা রাখায় হাতে পেয়েছিলেন টুর্নামেন্ট—সেরার স্বীকৃতি, বছরের শেষ দিকে ভারতের টেস্ট দল অস্ট্রেলিয়ার কাছে সিরিজ হারলেও বুমরাও ছিলেন সিরিজ---সেরা। সব মিলিয়ে আইসিসি কর্তৃক ২০২৪ সালের বর্ষসেরার খেতাবই জিতেছেন এই পেসার।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিডনি টেস্টে পাওয়া পিঠে চোট এখন তাঁকে মাঠের বাইরে আটকে রেখেছে। নির্বাচকেরা তাঁকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে রাখলেও প্রথম কয়েকটি ম্যাচে না খেলাটা এরই মধ্যে নিশ্চিত। আট দলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ভারত গ্রুপ পর্বে খেলবে তিন ম্যাচ, এরপর সম্ভাব্য সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। যার অর্থ, বুমরা চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ফিরলেও শেষ দিকে এক—দুই বা সর্বোচ্চ তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন। কিন্তু নির্বাচকেরা সেই ঝুঁকি নেবেন কি না, আপাতত স্পষ্ট নয়।

ভারতের সাবেক কোচ শাস্ত্রীর মতে, বুমরার না খেলাটা ভারতের জন্য ধাক্কা হবে।

আইসিসি রিভিউয়ে সঞ্জানা গনেষনকে তিনি বলেন, 'বুমরা ভালোভাবে ফিট না হলে ভারতের সুযোগ ৩০ শতাংশ, আক্ষরিক অর্থে ৩০—৩৫ শতাংশই কমে যাবে। আর বুমরা যদি সম্পূর্ণ ফিট হয়ে খেলতে পারে, তাহলে ডেথ ওভারে (ভারতের ভালো খেলার) নিশ্চয়তা থাকবে। তখন ব্যাপারটা ভিন্ন হবে।'

বুমরা সম্পূর্ণ হয়ে ফিট হয়ে খেললে ভারতের সম্ভাবনা বাড়বে, সেটি তাঁর বিভিন্ন সময়ের বোলিং কীর্তিই বলে দিচ্ছে। তবে ৩১ বছর বয়সী এই পেসারকে অল্প কটি ম্যাচের জন্য খেলানো কতটা সঠিক হবে কি না, ভাবতে বলেছেন শাস্ত্রী, 'এটা খুব বড় ঝুঁকি হয়ে যাবে। সামনেও ভারতের বড় ব্যস্ততা আছে। এখন সে ক্যারিয়ারের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, আমার মনে হয় এক ম্যাচের জন্য খেলানো এবং ভালো কিছু আশা করাটা খুব বেশি হয়ে যায়। কারণ, সবার প্রত্যাশা থাকবে অনেক বেশি। সবাই মনে করবে বুমরা মাঠে নেমেই খেলা বদলে দেবে, কিন্তু পিঠের চোট থেকে ফিরে ভালো করা সহজ কিছু নয়।'

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের প্রথম ম্যাচ ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিপক্ষে। 'এ' গ্রুপে গতবারের রানার্সআপদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান (২৩ ফেব্রুয়ারি) ও নিউজিল্যান্ড (২ মার্চ)।

সান্তোসে প্রত্যাবর্তনেই ম্যাচসেরা নেইমার

নেইমারের বড় ভক্ত ২০ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার গ্যাব্রিয়েল বোনতেম্পো। কেউ কেউ তাঁকে 'পরবর্তী নেইমার' হিসেবে দেখেন। সান্তোসের মাঠ ভিলা বেলমিরোয় গতকাল বোতাফোগোর বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কোচের ডাকে বোনতেম্পোর খুশি মনেই মাঠ ছাড়ার কথা। তাঁর জায়গায় বদলি হিসেবে নামলেন যে তাঁরই আদর্শ নেইমার! সেটাও আবার প্রায় ১২ বছর পর সান্তোসে নেইমারের প্রত্যাবর্তনের ম্যাচ। বোনতেম্পো বাকি জীবন নিশ্চয়ই এই ম্যাচটা মনে রাখবেন।

মনে রাখবেন নেইমারও। তাঁর বাবা নেইমার সিনিয়রের ভাষায়, এ ম্যাচ দিয়ে ছেলের 'শেষের চক্র' শুরু হলো। ভিলা বেলমিরোর গ্যালারিতে বসে সান্তোসে ছেলের দ্বিতীয় অভিষেক দেখেছেন সিনিয়র। সেখানেই ম্যাচ শুরুর আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন এ কথা। আর ম্যাচে নেইমার বেশ ভালোও খেলেছেন। দারুণ এক গোলের সুযোগও তৈরি করেছিলেন। হয়েছেন ম্যাচসেরাও। তবে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি। নেইমার মাঠে নামার সময় ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল সান্তোস। এরপর একটি গোল করে ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র করেছে বোতাফোগো।

চোট কাটিয়ে ওঠা নেইমার জানিয়েছেন, তিনি এখনো শারীরিক ফিটনেস পুরোপুরি ফিরে পাননি। শৈশবের ক্লাব সান্তোসের হয়ে আবারও মাঠে নামার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'সান্তোসকে ভালোবাসি। এই রাতে (গতকাল) কেমন লাগছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।' মাঠে পুরো ছন্দে ফিরতে ৩৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড আরেকটু সময় চাইলেন, 'আমাকে আরও ম্যাচ খেলতে হবে। এখনো শতভাগ ফিরে পাইনি। অনেক দৌড়ানো এবং খুব বেশি ড্রিবলও করতে চাইনি আজ রাতে (কাল)। আশা করি, চার---পাঁচ ম্যাচের মধ্যেই আরও ভালো অনুভব করব।'

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে বড় জয় পেল মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত আমন্ত্রণ মূলক সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে একপ্রকার সহজ জয় দিয়ে নিজেদের অভিযান শুরু করলো মৌচাক ক্লাব।টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন বৃহস্পতিবার নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী রাউন্ডে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামে আগরতলা কোচিং সেন্টার ও মৌচাক। দুই দলের এই ম্যাচে আগরতলাকে ৩০০ রানে পরাজিত করে জয় দিয়ে নিজেদের অভিযান শুরু করে মৌচাক। সকালে আগরতলা টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায় মৌচাককে। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগায় মৌচাকের ক্রিকেটাররা। আগরতলা সিসি দলের মুন্না সরকার ও সায়ন্তিকা সূত্রধররা বল হাতে নিয়ে উইকেট পেলেও প্রতিপক্ষ মৌচাককে সহজেই থামিয়ে দিতে পারেনি। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে ছয় জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে মৌচাক প্রতিপক্ষদের চ্যালেঞ্জ জানানোর মত ৩৬২ রান সংগ্রহ করে। ওপেনিং জুটির ব্যাটসম্যান অনুষ্কা শীল ৬৩ রান সংগ্রহ করলেও শেষ দিকে প্রিয়াঙ্কা আচার্য্যের অপরাজিত ৮৫ রান ও পূজা দাসের ৬৮ রানের সাহায্যেই নিশ্চিত জয় পাওয়ার মত রান তুলতে সক্ষম হয় মৌচাক। তবে ইনিংসে মৌচাকের বিশাল এই স্কোর সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা নেয় প্রতিপক্ষ দলের বোলারদের অতিরিক্ত ৭৩ রান। জবাবে জয়ের জন্য ৩৬৩ রানের টার্গেট নিয়ে আগরতলা সিসি ব্যাট করতে নেমে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬২ রান তুলতে সক্ষম হয়।জয়ী দলের পক্ষে পূজা দাস তিনটি এবং দুটি করে উইকেট পেল হীরামনি গৌড় ও প্রিয়া সূত্রধর।

বিশালগড়ে আকর্ষণীয় প্রাইজে ক্রিকেট শুরু ১৬ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিশালগড় মহকুমার সর্ববৃহৎ টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে সুশান্ত দেব ফ্যান ক্লাব।আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে বিশালগড় করইমুড়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো। এবিষয়ে বৃহস্পতিবার আয়োজকদের তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে টুর্নামেন্টের উদ্যোক্তারা জানান, বিশালগড়ের ইতিহাসে অনুষ্ঠিত হওয়া সবগুলো ক্রীড়ার আসরকে ছাপিয়ে এই টুর্নামেন্টে একটি নতুন ইতিহাস গড়তে চলেছে। এই প্রথম বিশালগড়ের কোন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হবে চার চাকার গাড়ি ও রানার্সআপ দলের জন্য রয়েছে দু চাকার একটি মোটর বাইক। এছাড়াও টুর্নামেন্টের বিভিন্ন খেলোয়ারদের জন্য রয়েছে বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার। থাকছে দর্শকদের জন্য বিভিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা। এছাড়া রাজ্যের খেলোয়াড়দের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। টুর্নামেন্টের মোট প্লেয়ারের মধ্যে পাঁচজনের অধিক বহি রাজ্যের প্লেয়ার কে খেলানো যাবে না বলে জানান টুর্নামেন্টের উদ্যোক্তারা।

সর্বকালের সেরা আমিই: রোনাল্ডো

নিজেকে পেলে, মেসি, মারাদোনার থেকেও বড় ফুটবলার বলে দাবি করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ তারকার এমন দাবিকে কার্যত নস্যাৎ করে দিলেন মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামির ম্যানেজার হাভিয়ের মাসচেরানো। বললেন, "কী করে ও এমন দাবি করছে জানি না।"

বুধবারই ছিল রোনাল্ডোর ৪০তম জন্মদিন। সোমবারই তিনি আল নাসেরের হয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জোড়া গোল করেন। জন্মদিনের আবহে তাঁকে বলতে শোনা গেল, "ফুটবলের ইতিহাসে আমিই সেরা। হৃদয় থেকেই বলছি।" ফুটবল মহলে মেসি না রোনাল্ডো কে এগিয়ে তা নিয়ে চর্চা

স্নেহাংশু,তন্ময়ের জোড়া শতরান বিশাল ব্যবধানে জয়ী মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরাজয় যেনো পিছু ছাড়ছে না ব্লাডমাউথ ক্লাবের। আত্মপ্রকাশের পর এখনও জয়ের মুখ দেখতে পারেনি রামনগরের ওই ক্লাবের ক্রিকেটাররা। শুক্রবার মৌচাক কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে পরাজিত হলো ব্লাড মাউথ। ২৯৯ রানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ক্লাব বিশাল ৪৭৭ রান করে। দলের পক্ষে স্নেহাংশু রায় ১২৩ বল খেলে ২২ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫৪, তন্ময় ভৌমিক ৬৭ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১২, কৌশিক দাস ৮৪ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও একটি বার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৭৫ রান। জবাবে খেলতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব ১৭৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে কিষান বর্মন ১৫০ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, রুদ্রজিৎ চক্রবর্তী ২৮ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮, এবং নীরব দাস ২১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৩০ রান। মৌচাকের পক্ষে রিয়াজ উদ্দিন ২৫ রানে তিনটি উইকেট দখল করে।

মর্ডান ক্রিকেট একাডেমীকে হারিয়ে জয়ী জিবি প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরলো জি বি প্লে সেন্টার। ৪০ রানে পরাজিত করলো মর্ডান ক্রিকেট একাডেমীকে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। শুক্রবার সকালে প্রথম ব্যাট করতে নেমে জি বি প্লে সেন্টার ১৫০ রান করে। দলের পক্ষে ঋদ্ধিমান দাস ৪৩, শ্রেয়ান ভৌমিক ৪২ এবং ঋতুরাজ ঘোষ ১৮ রান করে। মর্ডান ক্রিকেট একাডেমি রণবীর দাস ৩২ রানে চারটি এবং প্রীতম সাহা ২১ রানের তিনটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি ১১০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দিপজয় দেবনাথ ১৮, শুভম দাস ১৫ এবং উজ্জ্বল দেব ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৩৮ রান। জি বি প্লে সেন্টারের কৃপাসময় দেব ৫ রানে এবং অভয় দেব ২৫ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে।

প্রথম এক দিনের ম্যাচে পরীক্ষার পক্ষে নন গম্ভীর

নাগপুরের ২২ গজে সিরিজের প্রথম এক দিনের ম্যাচে মুখোমুখি ভারত এবং ইংল্যান্ড। ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে প্রথম ম্যাচ। তিন ম্যাচের এই সিরিজকে মূলত আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি হিসাবে দেখছেন ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। কিছু প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সেরে নিতে পারেন তিনি। তবে প্রথম ম্যাচে খুব বেশি পরীক্ষার পথে না-ও হাঁটতে পারেন গম্ভীর। গত এক দিনের বিশ্বকাপের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বৃহস্পতিবার মাঠে নামতে পারে ভারতীয় দল। অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করবেন সহ-অধিনায়ক শুভমন গিল। এই ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়ালকে খেলিয়ে নিয়মিত ওপেনিং জুটি ভাঙবেন না গম্ভীর। তিন নম্বরে নামবেন বিরাট কোহলি। চার নম্বরে খেলার সম্ভাবনা শ্রেয়স আয়ারের। ব্যাটিং অর্ডারের পাঁচ নম্বরে সম্ভবত খেলবেন লোকেশ রাহুল। উইকেটরক্ষকের দায়িত্বও সামলাবেন তিনি। সম্ভবত ঋষভ পন্থকে নাগপুরে খেলানো হবে না। গত বিশ্বকাপেও রাহুল উইকেট রক্ষা করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি প্রয়োজনে ধরে খেলতেও পারেন। প্রথম দিকে দ্রুত একাধিক উইকেট পড়ে গেলে ইনিংস গড়ার কাজ করতে পারবেন রাহুল। তাই তিনি কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছেন পন্থের থেকে। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে রোহিতও তেমন ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ব্যাটিং অর্ডারের ছয় থেকে আট নম্বর পর্যন্ত দেখা যেতে পারে অলরাউন্ডারদের। ছ'নম্বরে খেলবেন হার্দিক পাণ্ড্য। তাঁকে ফিনিশারের ভূমিকা সামলাতে হবে। সাত নম্বরে আসবেন রবীন্দ্র জাডেজা। আট নম্বরে লড়াই অক্ষর পটেল এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের মধ্যে। অভিজ্ঞতার নিরিখে এগিয়ে রয়েছেন অক্ষর। প্রথম ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনাই বেশি।

ব্যাটিং অর্ডারের শেষ তিনটি জায়গা বিশেষজ্ঞ বোলারদের জন্য। টি-টোয়েন্টি সিরিজের সেরা ক্রিকেটার বরুণ চক্রবর্তীকে এক দিনের দলে ডেকে নেওয়া হলেও নাগপুরে তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম। চোট সারিয়ে ফেরা কুলদীপ যাদবকে এই ম্যাচে দেখে নিতে চাইবেন কোচ গম্ভীর। তিনি ব্যাট করবেন ন'নম্বরে। ব্যাটিং অর্ডারের ১০ এবং ১১ নম্বর জায়গায় থাকবেন দুই জোরে বোলার। পর পর আসবেন অর্শদীপ সিংহ এবং মহম্মদ শামি। হর্ষিত রানাকে এই ম্যাচে সম্ভবত সাজঘরেই থাকতে হবে।

ভারতের সম্ভাব্য একাদশ: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ার, লোকেশ রাহুল (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পাণ্ড্য, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর পটেল, কুলদীপ যাদব, অর্শদীপ সিংহ, মহম্মদ শামি।

দুঃস্থ মানুষদের পাশে পন্থ, তৈরি করলেন নিজের সংস্থা

দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াতে চান ঋষভ পন্থ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ শুরু আগেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগও নিলেন তিনি। তৈরি করেছেন একটি ফাউন্ডেশন। বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের ১০ শতাংশ দুঃস্থ মানুষদের সাহায্যে দান করা কথাও জানিয়েছেন পন্থ।

ক্রিকেটার হিসাবে এখন যে জায়গায় পৌঁছেছেন, তার পিছনে রয়েছে বহু মানুষের অবদান এবং সমর্থন রয়েছে বলে মনে করেন পন্থ। সমাজের নানা স্তরের মানুষের কাছে তিনি তাই কৃতজ্ঞ। তাই সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষদের পাশে দাঁড়াতে চান ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। অনেক দিন ধরেই দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর কথা ভাবছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত নিজের লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে গড়ে ফেললেন একটি সংস্থা। যাত্রা শুরু হল ঋষভ পন্থ ফাউন্ডেশনের।

সমাজমাধ্যমে নিজের উদ্যোগের কথা জানিয়ে পন্থ বলেছেন, "আমি এখন যা, তা সম্পূর্ণ ক্রিকেটের জন্য। জীবন আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। দুর্ঘটনার পর ফিরে আসা এবং আবার মাঠে ফিরতে পেরে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাদের আশীর্বাদ এবং শুভকামনা ছাড়া সম্ভব ছিল না। জীবন আমাকে শিখিয়েছে, কখনও হাল ছাড়তে নেই। আমিও কিছু মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। ক্রিকেট খেলে যেমন আনন্দ দিই, তেমনই অন্য ভাবেও পাশে থাকতে চাই।" নতুন এই সংস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করবে, তা এখনও চূড়ান্ত করেননি পন্থ।

কিছু দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দেবেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, বিজ্ঞাপন থেকে যে টাকা আয় করবেন তার ১০ শতাংশ নতুন সংস্থায় দুঃস্থ মানুষদের সাহায্যে দান করবেন।

সংযুক্তি সময়ের গোলে কোপা দেল রে-র সেমিতে রিয়াল মাদ্রিদ

রিয়াল মাদ্রিদের রিজার্ভ দলে খেলেন তিনি। সেই গঞ্জালো গার্সিয়ার গোলেই লেগানেসকে ৩-২ হারিয়ে কোপা দেল রে-র সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ। সংযুক্তি সময়ে গার্সিয়ার গোল রিয়ালের জয় নিশ্চিত করে। অন্য দিকে, ইংল্যান্ডের লিগ কাপ সেমিফাইনালে আর্সেনালকে হারিয়ে ফাইনালে নিউক্যাসল।

১৮ মিনিটে লুকা মদ্রিচ এবং ২৫ মিনিটে এনড্রিক রিয়ালকে ২-০ এগিয়ে দিয়েছিলেন। ৩৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে এক গোল শোধ করেন জুয়ান ক্রুজ। দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরান তিনিই। এক সময় মনে হচ্ছিল ম্যাচ গড়াবে অতিরিক্ত সময়ে। তবে সংযুক্তি সময়ের তৃতীয় মিনিটে ব্রাহিম দিয়াজের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে জয়সূচক গোল করেন গার্সিয়া।

গোল করে ২০ বছরের ফুটবলার বলেছেন, "আমি উত্তেজিত। আবেগে ভাসছি। ছোটবেলা থেকে রিয়ালের সিনিয়র দলের হয়ে গোল করার স্বপ্ন ছিল। আমার গোলেই দল সেমিফাইনালে গিয়েছে দেখে খুব ভাল লাগছে।" শেষ বার ২০২২-২৩ মরসুমে কোপা দেল রে জিতেছিল রিয়াল।

এ দিকে, লিগ কাপের ফাইনালে উঠে ৭০ বছরের পর ঘরোয়া ফুটবল বড় ট্রফি জেতার মুখে নিউক্যাসল। প্রথম পর্বে আর্সেনালকে ২-০ হারানোর পর ফিরতি পর্বেও একই ব্যবধানে জিতেছে তারা। দ্বিতীয় পর্বে গোল করেছেন জেকব মার্ফি এবং অ্যান্টনি গর্ডন। ১৬ মার্চ ফাইনাল। সেখানে লিভারপুল বনাম টটেনহ্যাম ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে খেলবে তারা।২০২১ সালে নিউক্যাসল কিনে নেয় সৌদি আরব নিয়ন্ত্রিত সংস্থা। তার পর থেকে উন্নতি হচ্ছে ইংল্যান্ডের ফুটবল জনপ্রিয় এই ক্লাবটির। শেষ বার তারা ১৯৫৫ সালে এফএ কাপ জিতেছিল। সেটাই তাদের শেষ বড় ট্রফি।

প্রাথমিক স্তর থেকে উদ্ভাবনী শিক্ষাদানের উপর গুরুত্বারোপ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: গুণগত শিক্ষার প্রসারে উদ্ভাবনী শিক্ষাদান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যে প্রাথমিক স্তর থেকেই উদ্ভাবনী শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণ করে প্রাথমিক স্তরের প্রায় ৯০ হাজার ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করছে নিপুণ ত্রিপুরা। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। যার অন্যতম লক্ষ্য সঠিক জ্ঞান বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুদের মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে প্রাথমিক স্তর থেকে দক্ষ করে তোলা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিপুণ মিশনের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে প্রাথমিক স্তর থেকে সঠিকভাবে শিক্ষাদানে টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল অত্যন্ত সহায়ক। যা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকারাই নিপুণ ত্রিপুরার মূল চালিকাশক্তি। শিশুদের জন্য শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের একটি অপরিহার্য সামগ্রী হচ্ছে নিপুণ ত্রিপুরা মিশনের অন্তর্গত টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (টিএলএম)। নিপুণ ত্রিপুরার লক্ষ্য হচ্ছে ৩ থেকে ৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শিক্ষার মূল ভিত্তি ও মৌলিক দক্ষতা গড়ে তোলা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মৌলিক সাক্ষরতা এবং গাণিতিক দক্ষতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে গ্রেড-২ শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে ২০২১ সালের ৫ জুলাই দেশব্যাপী নিপুণ মিশন চালু করা হয়। ২০২২ সালের ১৮ নভেম্বর রাজ্যে নিপুণ ত্রিপুরা চালু করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে নিপুণ মিশনের লক্ষ্য হচ্ছে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী এবং প্রায় ১২ হাজার শিক্ষকের কাছে এই মিশনের সফলতাকে নিয়ে পৌঁছানো। নিপুণ ত্রিপুরা মিশনের আওতায় ৪,২২৭টি সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় রয়েছে। রাজ্যে নিপুণ কর্মসূচিতে বর্তমানে ১০ হাজারের উপর শিক্ষক শিক্ষিকা এবং প্রাথমিক স্তর থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৯০ হাজার শিক্ষার্থীর কাছে এই মিশন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএমসিতে ৩ মাসের শিশুর কিডনিতে সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: ফের এক শিশুকে নতুন জীবন দিলেন শিশু শল্য চিকিৎসক অনিরুদ্ধ বসাক। তিন মাসের শিশুর বাম দিকের কিডনিতে সফল অস্ত্রোপচার করেছেন চিকিৎসক। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ রয়েছে। উল্লেখ্য, রিয়া দাস ও পিন্টু দাসের পুত্র সন্তান গত ৮/১০/২৪ তারিখে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সিজারিয়ানের মাধ্যমে জন্ম নেয়। জন্মের পর থেকেই শিশুটি বিরল রোগে ভুগছিল। তার বামদিকের কিডনিতে জল ভরা ছিল। তার ওই কিডনিটি ধীরে ধীরে কাজ করা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বাচ্চাটির ৩ মাস বয়সে ২৪/১/২৫ তারিখে শিশুটির অস্ত্রোপচার হয়। প্রায় দু ঘন্টা সময় চলে এই অস্ত্রোপচার। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক অনিরুদ্ধ বসাক।

গাঁজা বাগান থেকে উদ্ধার এয়ারগান

সোনামুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারী: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে গাঁজা বাগান থেকে উদ্ধার হয়েছে এয়ারগান।সোনামুড়া থানার পুলিশ উদ্ধারকৃত এয়ারগানটিকে থানায় নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওই ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।ঘটনার বিবরণে সোনামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দে জানিয়েছেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে গত ৪ ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে ধনীরামপুর রিজার্ভ ফরেস্টে সোনামুড়া থানার এস আই প্রবীর চন্দ্র সাহা, পুলিশ অফিসার তপন দাস, ডিএসপি ডি আই বি এবং টিএসআর যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে নেমে শুকনো গাঁজা এবং প্রায় ৬৫ কেজি বস্তাবন্দী গাঁজা উদ্ধার করে। পাশাপাশি পুলিশী তল্লাশিতে সেখানে থাকা একটি কুঁড়েঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি এয়ারগান। ওই এয়ারগানটিকে পুলিশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। তবে অভিযানে কাউকেই আটক করতে পারেনি পুলিশ। এই জাতীয় ঘটনা এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

যান দুর্ঘটনায় আহত দুই

উদয়পুর, ৬ ফেব্রুয়ারি : ফের পথ দুর্ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুর মহকুমায়। বৃহস্পতিবার ভোর বেলায় গর্জির লম্পরা ওয়াথপ মেলা থেকে কিছু লোক একটি মারুতি ভ্যানে (টিআর০১এএন০৪৩১) করে বাড়ি ফিরছিলেন। উদয়পুর ফুলকুমারী এলাকায় ক্যানেল চৌমুহনীতে তাদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় গাড়ির চালকসহ দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের নাম বাপি চন্দ্র দে এবং পাতাল কুমার নোয়াতিয়া। স্থানীয় লোকজন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং আহতদের উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। একইসাথে খবর দেওয়া হয় অগ্নি নির্বাপক দফতরে।অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে উদয়পুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, আহত দুজনেরই পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে। তাদের মধ্যে বাপি চন্দ্র দে এখন অনেকটা সুস্থ, তবে পাতাল কুমার নোয়াতিয়ার দুই পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে এবং তার চিকিৎসা চলছে।

কৈলাসহরে ইরিক্সা ও বাইকের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ ফেব্রুয়ারি: কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে সড়ক সুরক্ষা মাসের অঙ্গ হিসেবে কৈলাসহরে ইরিক্সা ও বাইকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। আজ কৈলাশহরের মহকুমা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে সড়ক সুরক্ষা মাসের অঙ্গ হিসেবে কৈলাশহরের বাজারে এক অভিযান চালানো হয়। এর মূল কারণ গত কয়েকদিন ধরে কৈলাশহরে বেশ কিছু ই রিক্সা ও বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। এতে বেশ কিছু মানুষ আহত হয়েছে এবং কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। এই কারণে আজ বাইক চালকও ইরিক্সাচালকদের হেলমেট ও কাগজপত্র চেক করা হয়েছে। সাথে ফাইন করা হয়েছে। যাতে বাইক আরোহীরা হেলমেট নিয়ে বাইক চালায় সে ব্যাপারে সচেতন করা হয়।

আগরতলায় আজ থেকে শুরু ‘বিজনেস কনক্লেভ-২০২৫’

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী : আগামী ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি আগরতলার হোটেল পোলো টাওয়ারে বিজনেস কনক্লেভ-২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই কনক্লেভের থিম হলো ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা-ল্যান্ড অব অপরচুনিটিজ। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি এই বিজনেস কনক্লেভে উপস্থিত থাকবেন। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা এই সংবাদ জানান।সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জানান, এই কনক্লেভে দেশের ১০০-এর বেশি শিল্পপতি অংশ নেবেন। দু’দিনব্যাপী এই বিজনেস কনক্লেভে তথ্য প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, পর্যটন এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের মতো ক্ষেত্রগুলির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে। এই বিজনেস কনক্লেভ আয়োজনের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতে বিনিয়োগের মূল গন্তব্য হিসাবে ত্রিপুরার সম্ভাবনাকে তুলে ধরা। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহ দান, রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ সহ রাজ্য সরকারের শিল্প বান্ধব নীতি সমূহ বিনিয়োগকারীদের কাছে তুলে ধরা এই কনক্লেভের অন্যতম উদ্দেশ্য। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জানান, বিনিয়োগকারীদের পলিসি মেকারদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য এই কনক্লেভ একটি সহায়ক মঞ্চ হয়ে উঠবে। যুব সমাজকে শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করতে এবং তাদের আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যেই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা জানান,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিবেশ সুরক্ষায় জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: খুমুলুঙস্থিত টিটিএএডিসির প্রিন্সিপাল অফিসার ভবনে আজ ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে একটি হেল্প ডেস্কের সূচনা করা হয়। এর মাধ্যমে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদান, সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র, শিল্প পরিচালনার জন্য কনসেন্ট সার্টিফিকেট পাওয়ার আবেদন করার ক্ষেত্রে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষা ও অভিযোগগুলি লিপিবদ্ধ করতে সহায়ক হবে। আজ হেল্প ডেস্কের সূচনা করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সুরক্ষায় সরকার দায়বদ্ধ। জনগণের সুবিধার্থেই এই হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আগামীদিনে খুমুলুঙে একটি এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে টিটিএএডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বলেন, জনগণ যদি হেল্প ডেস্কের সঠিক ব্যবহার করতে পারে তাহলে তারা লাভবান হবেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ বিভাগের কার্যনির্বাহী সদস্য অনন্ত দেববর্মা ও প্রিন্সিপাল অফিসার সুধন দেববর্মা, মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক চন্দ্রকুমার জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা মহেন্দর সিং এবং ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য সচিব ড. বিশু কর্মকার।

মশারি চুরির অভিযোগে মহিলা ধরে পুলিশে

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী : মশারি চুরির অভিযোগে প্রকাশ্য বাজারে দোকান মালিকের হাতে আটক হয়েছে এক মহিলা। ওই ঘটনায় খোয়াই সুভাষপার্কস্থিত বাজারে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরবর্তী সময়ে দোকান মালিক ওই মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে খোয়াই সুভাষপার্কস্থিত কাপড়ের দোকান থেকে বেশ কয়েকটি মশারি একসাথে নিয়ে টমটমে চেপে যান ওই মহিলা। অভিযুক্ত মহিলার নাম মনিমালা দেববর্মা। বাড়ি খোয়াই তুলাশিখর এলাকায়। পরে দোকান মালিক ঘটনাটি টের পেয়ে ওই মহিলার পেছনে যান এবং মশারি সহ তাকে দোকানের সামনে নিয়ে আসেন। সাথো সাথে পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পুলিশের ওই মহিলাকে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

বিদ্যুতের সাবস্টেশনে কাজ করতে গিয়ে গুরুতর আহত দুই কর্মী

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী: বিদ্যুতের সাবস্টেশনে কাজ করতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছে দুইজন কর্মী। আজ সকালে বোধজংনগর সাবস্টেশনে ১৩৩ কেভি কন্টোলরুমে ওই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে। সাথে সাথো তাঁদের সহকর্মীরা উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে তাঁরা জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে বোধজংনগর সাবস্টেশনে ১৩৩ কেভি কন্টোলরুমে কাজ করতে করছিলেন হেল্পার শচীন্দ্র দেববর্মা এবং আউটসোর্সিং স্টাফ গৌতম বর্মণ। কিন্তু তাঁরা বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সাথে সাথে অন্যান্য কর্মীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। তাঁদের শারিরীক অবস্থা আশঙ্কা জনক বলে জানা গিয়েছে।

ধর্মনগরে বাম শ্রমিক সংগঠনের গণ অবস্থান ও ডেপুটেশন

ধর্মনগর, ৬ ফেব্রুয়ারি: শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ সম্বলিত ১০দফা দাবির ভিত্তিতে আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর নেতাজী মূর্তির পাদদেশে বামেদের শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ ধর্মনগর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ৩ ঘন্টার গণ অবস্থান কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে।

এদিনের কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, এছাড়াও ছিলেন ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি ও সম্পাদক নিরোদ সাহা এবং নির্মল রায়,ত্রিপুরা টেইলারিং শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক ঝলক মুখার্জি, জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে, রাজ্য কমিটির সদস্য অমিতাভ দত্ত প্রমূখ। পরবর্তীতে চারজনের এক প্রতিনিধি দল ১০ দফা দাবি পূরণের লক্ষ্যে জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধনের নিকট এক স্মারকলিপি প্রদান করে।

তাদের দাবি, চা-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, চা-শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অন্যান্য সুযোগ- সুবিধা প্রদান। চা-শ্রমিকদের পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা প্রদানে সমস্ত রকম হয়রানি বন্ধ করা। তাছাড়া, অনিয়মিত চা-শ্রমিকদের নিয়মিত করা, পরিবহন শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, রেগা শ্রমিকদের বছরে ২০০দিনের কাজ এবং প্রতি শ্রম দিবসে ৬০০ টাকা মজুরি দেওয়া। অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা এবং মিড-ডে-মিল কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি করা। ছাঁটাই কৃত প্রকল্প কর্মীদের অবিলম্বে পুনর্নিয়োগ করা।

তাঁরা দাবি জানিয়েছেন, নির্মাণ শ্রমিক উন্নয়ন তহবিলের অর্থ শ্রমিক কল্যাণে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রদান করা, গ্রামীণ রাস্তা ঘাটের বেহাল অবস্থার সংস্কার করা, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নতি করা, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদ করা চলবে না এবং দোকান কর্মচারীদের সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান।

বাবুর বাজারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নাজেহাল জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৬ ফেব্রুয়ারি: ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট দেওহাট বাজার তথা বাবুর বাজারের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ পথ চলতি সাধারন মানুষ থেকে শুরু করে আশপাশের ব্যবসায়ীরাও। বাজারের পচা আবর্জনা নদীতে ফেলার ফলে দূষিত হচ্ছে নদীর জলও। মাছ-মাংসের বাজার অন্যত্র স্থানান্তরের দাবী জানিয়েছেন ভূক্তভোগীরা।

ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট শহরের একটি অন্যতম বাজার হলো শহরের দেও নদীর সেতু সংলগ্ন দেও হাট, যা বাবুর বাজার নামেও পরিচিত। ২০১০ সালে কুমারঘাট শহরবাসীর সুবিধার্থে মাছ-মাংস এবং সজ্জির বাজার হিসেবে শহরের দ্বিতীয় এই বাজারটি চালু করে কুমারঘাট পুর পরিষদ তথা তৎকালীন নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিষ্কার পরিচ্ছতার অভাবে ধীরে ধীরে গড়িমা হারাচ্ছে সেই বাবুর বাজার। নামে বাবুর বাজার হলেও বাবুদের মতো আর বর্তমানে পরিষ্কার পরিছন্নতা বাজায় থাকেনা বাজারটির বলেই অভিযোগ। সঠিকমতো পরিষ্কারের অভাবে বাজারের যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নোংরা আবর্জনার স্তূপ। আর সেই আবর্জনাতেই এখন কীটপতঙ্গের ছয়ালাপ। বাজারে পরে থাকা আবর্জনা থেকে ছড়াচ্ছে পচা দূর্গন্ধ। এতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারন মানুষকে বলে অভিযোগ। এই বাজারের পাশ দিয়েই গেছে ব্যস্ততম একটি সড়ক। আর সেই রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত চলাচল করতে গিয়ে যেমন দূর্গন্ধে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচারীদেরকে তেমনি দূর্ভোগ পোহাচ্ছেন আশপাশের ব্যাবসায়ীরাও।

কৃষ্ণ ভৌমিক নামের এক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন সঠিকমতো পরিষ্কার করা হয়না বাজার শুধু তাইনয়, বাজারের পাশেই রয়েছে একটি শ্মশানঘাট। আর সেখানে শবদেহ শৎকারের সময় দূর্গন্ধে নাজেহাল হতে হয় তাদেরকে। তিনি অভিযোগ করেন কুমারঘাট পুর পরিষদ এসবের দেখভালের দায়িত্বে থাকলেও তাদের সঠিক নজরদারীর অভাবেই সাধারন মানুষকে এর খেসারত প্রতিনিয়ত দিতে হচ্ছে বলেই এদিন বুঝিয়ে দিলেন ঐ ব্যবসায়ী।

এদিকে বাজারের এই দূরঅবস্থার কথা স্বীকার করলেন সেই বাজারেরই অখিল দেবনাথ নামে অপর এক ব্যাবসাহী। তিনি জানিয়েছেন, বাজারে মাছ এবং মাংস বিক্রির ফলেই বেশি দূর্গন্ধ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ ফেব্রুয়ারি: শ্রী শ্রী রাম ঠাকুরের ১৬৫ তম আবির্ভাব তিথি উদযাপন উপলক্ষে কৈলাসহর রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শ্রী শ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেবের ১৬৫ তম শুভ আবির্ভাব তিথি ও আশ্রম প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ও মহোৎসব উপলক্ষে কৈলাসহরের রামঠাকুর সেবা মন্দিরে ১ লা ফেরুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। প্রথমেই বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ২ রা ফেব্রুয়ারি সাফাই অভিযান, ৩ রা ফেব্রুয়ারি শিশু স্বাস্থ্য শিবির, ৪ টা ফেব্রুয়ারি গুরু বন্দনা ও বেদবাণী পাঠ, ৫ ই ফেব্রুয়ারি বিকালবেলা কৈলাশহরের সেবা মন্দিরে ৫ ম মোহন্ত শ্রীমৎ দূর্যুটি প্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয়ের আজ্ঞা প্রাপ্ত নাম দানের অধিকারী যুব মহারাজ সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয়ের শুভ পদার্পণ, শ্রী নাম বিতরণ, দর্শন দান ও রাত্রি যাপন। এর অঙ্গ হিসেবে বুধবার সন্ধ্যার পর টেবলু সহকারে এক রেলি মন্দির প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় মন্দিরে আসে। মন্দিরের পাশে একটি পুকুরে গঙ্গা আহবান করা হয়।এরপর কামধেনু বরণ করা হয়।এরপর সত্যনারায়ণ সেবা করা হবে। আজ ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৬ প্রহর শ্রী শ্রী হরিনাম যজ্ঞ আরম্ভ ও বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৭ই ফেব্রুয়ারি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। ৮ ই ফেব্রুয়ারি নগর পরিক্রমা ও নাম যজ্ঞের সমাপ্তি অনুষ্ঠিত হবে।

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

স্বনির্ভরতার শিক্ষা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি : উইমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে ছাত্রীদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ ভবিষ্যতে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করতে পারে বলে আশা করছেন প্রশিক্ষকরা।

প্রসঙ্গত, লেখাপড়ার পাশাপাশি কলেজের ছাত্রীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কখনো ব্লাউজ কাটা শেখানো, কখনও বা বিভিন্ন সেলাই কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া। তাছাড়া পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের প্যাকেট দিয়ে কিভাবে পাপোশ তৈরি করা যায় তার প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আওতায় বৃহস্পতিবার এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয় কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এই মহাবিদ্যালয়েরই শিক্ষক নরেশ দেবনাথ। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ছাত্রীদের মধ্যে ছিল দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা এবং এদিন ছাত্রীদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়। তাছাড়া এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কলেজের অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ সহ অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা গণও উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরাও তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছে। তারা জানিয়েছে যে এই প্রশিক্ষণ তাদের জন্য খুবই উপকারী। তারা ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

জিবিতে ৮ মাসের শিশুর স্বাসনালীতে সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ৮ মাসের শিশুর শ্বাসনালীতে সফল অস্ত্রোপচার করলেন আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার আগরতলা মেডিকেল কলেজ ও জিবি হাসপাতালের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানানো হয়।

শ্বাসনালীতে জটিল রোগ নিয়ে আগরতলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন অমরপুরের এক শিশু। মাত্র ৮ মাস বয়সের এই শিশুর নাম ওজনই চাকমা। শেষপর্যন্ত এই আট মাসের শিশুর শ্বাসনালীতে সফল অস্ত্র প্রচার করলো আগরতলা মেডিকেল কলেজ ও জি বি হাসপাতাল। বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতাল ও আগরতলা মেডিকেল কলেজের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানানো হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ তথা চিকিৎসক অনুপ কুমার সাহা, প্রফেসর ডাক্তার বিপ্লব নাথ, ডেপুটি এমএস অভিজিৎ সরকার, চিকিৎসক বিকাশ দেববর্মা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে চিকিৎসকরা বলেন বর্তমানে জটিল রোগের চিকিৎসা হচ্ছে আগরতলা সরকারি হাসপাতালে। অকারনে বাইরে না গিয়ে সরকারিভাবে আগরতলা মেডিকেল কলেজ কিংবা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর আহ্বান করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2025 darpan print.pmd 2 2/7/2025, 12:49 AM